# Daily Monitoring Report

**Directorate of Monitoring**
**Bangladesh Betar, Dhaka**
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Srabon 03, 1433 Bangla, July 18, 2026, Saturday, No. 193, 56th year

# H I G H L I G H T S

BNP Secretary General and LGRD & Cooperatives Minister has said elected government will implement July Charter; opposition parties are misleading public over July Charter. (Jago News: 21)

The July unity that formed around death of Abu Sayeed was divided after August 5 over the issue of achievements of movement, elections and reforms. (BBC: 03)

Home Minister has said government has made all necessary preparations to respond to natural disasters; government-private initiatives are continuing relief efforts for flood-affected people across country. (R. Today: 24)

Due to flood situation, all remaining HSC and equivalent examinations in five districts under Chattogram Board have been postponed indefinitely. (Jago News: 22)

Agriculture Minister has announced distribution of rice seeds & seedlings to flood affected farmers in Chattogram & introduction of cent percent FMD vaccination of cattle within next 15 days. (Jago News: 21)

EU and G-77 & China have reaffirmed their support for Bangladesh's efforts to ensure a smooth, sustainable, and irreversible graduation from LDC category. (R. Today: 26)

UNFPA Executive Director has pledged to highlight Bangladesh's development achievements globally, praising country's demographic resilience, women's empowerment and inclusive social security system. (Jago News: 22)

Chinese government officials & economists expect China's foreign trade to maintain steady growth momentum in second half of 2026, supported by strong innovation drive and resilient market players. (R. Today: 28)

Trump administration has finalized plans to tighten visa policies for foreign students. (BBC: 05)

Iran has launched heavy attacks on US bases and installations in Kuwait and Bahrain. (R. Tehran: 08)

**Director: 44813046** **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

**দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট**
**মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা**
**শ্রাবণ ০৩, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ১৮, ২০২৬, শনিবার, নং- ১৯৩, ৫৬তম বছর**

# শিরোনাম

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী বলেছেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করবে, বিরোধী দল জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। (জাগো নিউজ: ২১)

আবু সাঈদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জুলাইয়ের ঐক্য ৫ আগস্টের পর আন্দোলনের কৃতিত্ব, নির্বাচন ও সংস্কার ইস্যুতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (বিবিসি: ০৩)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সরকার সব প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়েছে; দেশজুড়ে বন্যা দুর্গতদের জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। (রেডিও টুডে: ২৪)

বন্যা পরিস্থিতির কারণে চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীন পাঁচ জেলার এইচএসসি ও সমমানের অবশিষ্ট সব পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত। (জাগো নিউজ: ২২)

চট্টগ্রামের বন্যাকবলিত পাঁচ জেলার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ধানের বীজ ও চারা বিতরণ এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে শতভাগ গবাদিপশুকে এফএমডি টিকার আওতায় আনার ঘোষণা দিয়েছেন কৃষি ও মৎস্য-প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী। (জাগো নিউজ: ২১)

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে টেকসই ও স্থায়ী উত্তরণ নিশ্চিতে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং গ্রুপ অব সেভেনটি সেভেন অ্যান্ড চায়না (জি৭৭)। (রেডিও টুডে: ২৬)

ইউএনএফপিএ নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশের জনমিতিক সহনশীলতা, নারীর ক্ষমতায়ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগের প্রশংসা করে আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। (জাগো নিউজ: ২২)

উদ্ভাবন-নির্ভর প্রবৃদ্ধি ও বাজারের অংশগ্রহণকারীদের দৃঢ় সক্ষমতার কারণে ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধেও চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখবে বলে আশা প্রকাশ চীনা সরকারি কর্মকর্তা ও অর্থনীতিবিদদের। (রেডিও টুডে: ২৮)

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসানীতি আরও কঠোর করার পরিকল্পনার চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। (বিবিসি: ০৫)

কুয়েত ও বাহরাইনে মার্কিন ঘাঁটি ও স্থাপনায় ইরানের তীব্র হামলা। (রেডিও তেহরান: ০৮)

# বিবিসি

## আবু সাঈদের মৃত্যুতে গড়ে ওঠা জুলাইয়ের ঐক্য ভাঙলো কীভাবে?

জুলাই আন্দোলনে নিহত আবু সাঈদের পাসপোর্ট সাইজের একটা ছবি- সেটাই ফ্রেমে বাঁধাই করে নিয়েছেন তার মা মনোয়ারা বেগম। ছেলের এই একটি ছবিই ছিল তার কাছে। মনোয়ারা বেগম মাঝে মাঝেই ছবিটা বের করেন, নেড়েচেড়ে দেখেন। কাপড় দিয়ে মুছে আবার রেখে দেন। বাসার পাশেই আবু সাঈদের কবর। প্রায় প্রতিদিনই সন্তানের কবরে দোয়া করেন আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন। তিনি এখনো হিসেব করেন, ছেলে বেঁচে থাকলে কী কী হতে পারতো। "ছেলে হারানোর যে কষ্ট, আমার আত্মাটা এতদিনেও ঠাণ্ডা হইলো না। হয়ত সে সামনে ঘোরাঘুরি করতো, চাকরি করতো, বিয়ে-শাদি করতো, বাড়ি-ঘর করতো। আমার সামনে থাকতো। এগুলো তো কিছু হলো না," বলেন আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন। বাংলাদেশে ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই গুলিতে রংপুরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাইদ মারা গিয়েছিলেন শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে। কিন্তু আন্দোলনে ১৬ই জুলাই তার মৃত্যু আন্দোলনের গতিপথ পাল্টে দেয়। অনেকের মতেই তার মৃত্যু তৎকালীন সরকারের বিরুদ্ধে সব শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ৫ আগস্টের পর সেই ঐক্য আর থাকেনি, সেখানে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয় বিভক্তি। আন্দোলনের ক্রেডিট, নির্বাচন, সংস্কার প্রশ্নে বদলে যায় ঐক্যের বাস্তবতা।

### আবু সাঈদের মৃত্যু থেকেই 'হাসিনা হটাও' আন্দোলন?

চব্বিশের জুলাইয়ে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন সারাদেশে বেগবান হচ্ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছড়িয়ে পড়ছিল। আওয়ামী লীগের তৎকালীন সরকার একপর্যায়ে এই আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। পুলিশ প্রশাসন তো বটেই, বিভিন্ন স্থানে মারমুখী হয়ে ওঠে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষও হতে থাকে। এরই একপর্যায়ে ১৬ জুলাই রংপরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী আবু সাঈদ নিহত হন। সেসময় ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে দেখা যাচ্ছিল, আবু সাঈদের দিকে গুলি ছুঁড়ছেন পুলিশ সদস্যরা। অন্যদিকে পুলিশের সামনে দুই হাত দু'দিকে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন আবু সাঈদ। গুলির মুখে তার দাঁড়ানোর এই দৃশ্য এবং পরে তার মৃত্যু আন্দোলনে নাটকীয় পরিবর্তন আনে। তার ছবি ও ভিডিও মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে সবখানে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও আলোড়ন তোলে। ওই মুহূর্তটাই হয়ে ওঠে "আন্দোলনের টার্নিং পয়েন্ট"- বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন লেখক ও রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ। তখনকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তিনি বলছিলেন, আবু সাঈদের মৃত্যু দুটি বিষয় ঘটিয়েছে। এক. আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা ও সব দল-মতের ঐক্য তৈরি করেছে। দুই. আন্দোলনে গতি এনে সেটাকে সরকার পতন আন্দোলনের দিকে নিয়ে গেছে। "এ ধরনের আন্দোলনে যদি কেউ নিহত হয়, তখন আন্দোলন বেগবান হয়। এটা ঊনসত্তরে আমরা দেখেছি আসাদের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। নব্বইয়ে দেখেছি, যখন ডাক্তার মিলনকে মেরে ফেললো তখন এই আন্দোলনে আর পিছু হটার সিচুয়েশেন ছিল না। এখানে আবু সাঈদের মৃত্যুটাও আন্দোলনে সঞ্জীবনী শক্তির মতো কাজ করেছে," বলেন তিনি। পরবর্তী দিনগুলোতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ছড়িয়ে পরে। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে যোগ দেন। "আওয়ামী লীগ, তার সমর্থক এবং আওয়ামী লীগের কোলাবরেটর যারা, তারা বাদ দিয়ে বাকি সবার মধ্যে আমরা একটা ঐকবদ্ধ অবস্থান দেখলাম। এটা হয়ে গেল 'হাসিনা হটাও' আন্দোলন। আবু সাঈদের মৃত্যুর মধ্য দিয়েই এটা শুরু," যুক্ত করেন মহিউদ্দিন আহমদ।

### আন্দোলনের ঐক্য পরে হোঁচট খেলো কোথায়?

জুলাইয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শেখ হাসিনার পতন এবং তার দেশ ছেড়ে পালানোর পর বাংলাদেশে নতুন আরেক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সেটা হচ্ছে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনায় বিশাল এক শূন্যতা। জুলাইয়ে গড়ে ওঠা ঐক্য প্রথম হোঁচট খায় এই শূন্যতা কীভাবে এবং কারা পূরণ করবে সেটাকে ঘিরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিনা লুৎফা বলেন, তখন কে, কী সুবিধা নেবে সেই হিসেব-নিকেশ শুরু হয়। "একেবারে ইউনিয়ন লেভেল থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের টপ পর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতা যেভাবে বিলি-বণ্টন হয়, সেই বিলি-বণ্টনের পুরো ব্যবস্থাটা হঠাৎ করে ভ্যানিশ (অদৃশ্য) হয়ে যায়। এরকম একটা পতনের পরে এই পুরো স্ট্রাকচারের জায়গাগুলোতে নতুন কেউ আসার জন্য একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়," তিনি বলেন। এই প্রতিযোগিতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে মূলত রাজনৈতিক শক্তিগুলো। এরসঙ্গে যুক্ত হয় অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্রনেতারাও। লেখক ও রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, "বড়ো দল হিসেবে এখানে বিএনপি একটা পক্ষ ছিল। আবার ওই সময়ে জামায়াতে ইসলামীর একটা বড়ো রকমের পুনরুত্থান হলো। তারাও একটা পক্ষ। আবার যারা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন, তারাও একটা পক্ষ হয়ে গেলেন, নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকলেন।" তিনি বলেন, "দেখা গেল, কেউ সচিবালয়ে নিজের লোক বসাচ্ছে, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের লোক বসাচ্ছে। সেখানে একধরনের প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্বৈরথ তৈরি হলো।" জুলাইয়ের আন্দোলন ছিল মূলত কোটা সংস্কারের দাবিতে এবং এর কেন্দ্র ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসগুলো, যার শুরুটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিন্তু এই আন্দোলন পরে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলো আন্দোলনে অংশ নিয়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে শুরু করে। তবে শুরুতে তারা সেভাবে সামনে আসেনি। বরং নেপথ্যে থেকেই কাজ করেছে। কিন্তু ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে এই রাজনৈতিক শক্তিগুলো সামনে চলে আসে এবং

তাদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। বড়ো প্রশ্ন হয়ে ওঠে আন্দোলনের ক্রেডিট কার সেটা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামিনা লুৎফা মনে করেন, মূলত আন্দোলনের নেতৃত্বে যারা ছিলেন, তাদের রাজনৈতিক সংগঠন এবং শক্তি না থাকাতেই যাদের সেটা ছিল, সেই রাজনৈতিক দলগুলো সামনে চলে আসে। "যারা (নেতৃত্বের) সামনে ছিল, তাদের প্রস্তুতি ছিল না। তাদের রাজনৈতিক দল ছিল না। কিন্তু যাদের রাজনৈতিক দল ছিল, তারা সেটার ক্রেডিট দাবি করলেন। কারণ তারা বললেন যে, তারা পেছনে ছিলেন, তাদের নানা ধরনের সমর্থন এখানে ছিল। তো এসব দাবি, সেগুলো নানাভাবেই ঐক্য নষ্ট করেছে। এখানে মাস্টারমাইন্ড ঘোষণাও আমরা দেখেছি," বলেন তিনি। বিশ্লেষকরা মনে করেন, সেসময় সব পক্ষ বিশেষকরে রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

**ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়েই বিভক্তি?**

শুরুর দিকে ক্রেডিট ভাগাভাগি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, সেখানেই সবকিছু আটকে থাকেনি। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি আরো তিক্ত হয়ে ওঠে। একদিকে নির্বাচন কবে হবে, তা নিয়ে দলগুলোর মধ্যে শুরু হয় পাল্টাপাল্টি বিরোধ, অন্যদিকে অন্তবর্তীকালীন সরকার নেয় সংস্কারের নানা অ্যাজেন্ডা। সেসময় প্রধান দুটি ইস্যু নির্বাচন এবং সংস্কার- দুটো নিয়েই নানাভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে দলগুলো। কিন্তু এই যে সবকিছু নিয়েই বিভক্তি তার মূলে আসলে কী ছিল? রাজনীতি বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ মনে করেন, "ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারাই ছিল এখানে মুখ্য।" অন্যদিকে সামিনা লুৎফাও একই মত দেন। তিনি বলেন, "কে দ্রুত ক্ষমতায় যাবে, কোন প্রসেসে যাবে, সেটাই ছিল মূল বিষয়। সেটাকে কেন্দ্র করেই তারা যা কিছু করার, করেছেন। কেউ একজন সংস্কার সংস্কার করছে, কিন্তু আসলে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন সংস্কার, যেটা দিয়ে সে আগে ক্ষমতায় পৌছাতে পারবে।" "আপনি চিন্তা করেন, বিএনপির মতো দলকে বলতে হয়েছে যে, আমরা তখন চাপে পড়ে এইটাতে (সংস্কারে) রাজি হয়েছি। কারণ তা না হলে নির্বাচন পিছিয়ে যাবে। মানে সবগুলো রাজনৈতিক দলেরই এখানে মূল উদ্দেশ্য ছিল আমি কীভাবে ক্ষমতায় যাবো," বলেন সামিনা লুৎফা। দলগুলো একদিকে বিভক্ত হয়েছে, অন্যদিকে এই বিভক্তি ছড়িয়েছে অভ্যুত্থানের সমর্থকসহ সমাজেরও বিভিন্ন স্তরে। পরে ২০২৬ সালে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরও সেটার আর কোনো পরিবর্তন চোখে পড়েনি। কিন্তু এর ফল কী? মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, এরফলে জনগণের মধ্যে 'বিভ্রান্তি বাড়ছে'। "এখন একটা ধারণা হয়েছে যে, মানুষ আবারও প্রতারিত হচ্ছে। মানুষ একবার বাহাত্তর সালে প্রতারিত হয়েছে, নব্বইয়ে প্রতারিত হয়েছে এবং এবারও এ ধারণাটা জেঁকে বসেছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে যে, তাহলে কেন আমরা বারবার আন্দোলন করি। তখনই অনেকে বলতে শুরু করেছেন যে, আগেই তো আমরা ভালো ছিলাম," বলেন মহিউদ্দিন আহমদ। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৭.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## সাগরে নিখোঁজ ৫০০ জনের বেশি রোহিঙ্গা- কী ঘটেছে?

আনুমানিক ৫৩০ জন রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীকে বহনকারী দুটি নৌকা গত ২৯ জুন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে যাত্রা করে এবং এরপর থেকে তাদের সম্পর্কে আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। যাত্রীভর্তি একটি জ্যাম্বো জেট বিমানের সমপরিমাণ মানুষ যেন উধাও হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত দুটি নৌকাই ডুবে গেছে। মৌসুমি বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সমুদ্র উত্তাল। আর পুরোনো মাছ ধরার ট্রলারগুলোকে পাল্টে মানুষ বহনকারী এমন নৌকায় পরিণত করা হয়েছে, যেগুলো এত বেশি আরোহী ধারণ করতে পারে না, সেগুলো কোনোভাবেই সমুদ্রযাত্রার উপযোগী নয় এবং এগুলোর ইঞ্জিনও অনির্ভরযোগ্য। এটিও খুবই সম্ভব যে, জীবিত উদ্ধার হওয়া মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল অথবা কেউই বেঁচে নেই। তাদের প্রায় অর্ধেকই নারী ও শিশু হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে কখনোই তদের বিষয়ে তথ্য জানতে পারব না। রাখাইন বহু বছর ধরে যুদ্ধাবস্থায় রয়েছে। বিদ্রোহী আরাকান আর্মি মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা থেকে হটিয়ে দিয়েছে এবং রাজ্যের রাজধানী সিতওয়ের সেনাবাহিনীর শেষ ঘাঁটিটি অবরুদ্ধ করে রেখেছে, যেখানে এখন কেবল আকাশপথ ও সমুদ্রপথে পৌঁছানো সম্ভব। প্রায় সব ধরনের টেলিযোগাযোগ সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কাজ করা আরাকান প্রজেক্টের প্রধান ক্রিস লেওয়া দুটি নৌকার কী ঘটে থাকতে পারে, তা বোঝার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এটি অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। সিতওয়ে কিংবা আরাকান আর্মি নিয়ন্ত্রিত সিন তেত মাও গ্রামে, যেখান থেকে নৌকাগুলো যাত্রা করেছিল, সেখানে এখন তার যোগাযোগ করা যায়- এমন কোনো সূত্র নেই। তবে অন্যান্য যোগাযোগসূত্র এবং বিচ্ছিন্ন তথ্যের সংমিশ্রণে তিনি নিশ্চিত যে দুটি নৌকাই ২৯ জুন রওয়ানা হয়েছিল, একটি সকালে এবং অন্যটি দিনের পরের দিকে। তার মতে, নৌকাগুলো মিয়ানমারের দক্ষিণ উপকূলের দিকে যাচ্ছিল, যেখানে তারা তাদের মানবপাচারের শিকার যাত্রীদের নামিয়ে দিত। সেখান থেকে বনাঞ্চলের অস্থায়ী ট্রানজিট ক্যাম্প হয়ে সড়কপথে তাদের হয়ত থাইল্যান্ডের মধ্যদিয়ে মালয়েশিয়া সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হতো। এ ধরনের সমুদ্রযাত্রায় যারা যায়, সাধারণত তাদের পরিবার এক সপ্তাহ থেকে ১০ দিনের মধ্যে তাদের কাছ থেকে খবর পাওয়ার আশা করে। কিন্তু এবার প্রায় তিন সপ্তাহ পরও তারা কোনো খবর পায়নি। বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষ সমুদ্র থেকে ভেসে আসা একজন নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে। ইরাবতী বদ্বীপ ও মন রাজ্যের উপকূলের মাঝামাঝি সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিয়োজিত জেলেরা নয়দিন পরে আরও কয়েকটি মরদেহ দেখতে পান। ক্রিস লেওয়ার বিশ্বাস, এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, দুটি নৌকাই ডুবে গেছে। একটি সিন তেত মাও ত্যাগের কয়েক ঘণ্টা পর এবং অন্যটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক দিন যাত্রার পর।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অতিরিক্ত জনাকীর্ণ শিবিরগুলোতে ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাস করছে। সেখানে সহায়তা কমে যাচ্ছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে এবং সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রগুলো অবাধে সক্রিয়। তাদের শিবির ছেড়ে যাওয়ারও অনুমতি নেই। আনুমানিক ছয় লাখ রোহিঙ্গা এখনো রাখাইন রাজ্যে রয়ে গেছে। তাদের এক-চতুর্থাংশ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের (আইডিপি) শিবিরে সীমাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। আর বাকিরা বিরোধে লিপ্ত দুই পক্ষের মাঝখানে অনিশ্চিত সম্প্রদায় হিসেবে আটকে পড়াদের মধ্যে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। সামরিক জান্তা তাদের বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করছে। আরাকান আর্মি, যাদের সমর্থনের ভিত্তি জাতিগত রাখাইন জনগোষ্ঠী, তারা রোহিঙ্গাদের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে (আরাকার আর্মি) গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গাদের একমাত্র আশা হলো অন্য কোনো দেশে চলে যাওয়া। ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ায় বসবাসরত দুই লাখ রোহিঙ্গার উপস্থিতি দেশটিকে তাদের কাছে সবচেয়ে আকষণীয় গন্তব্যে পরিণত করেছে। এটি মানবপাচারকারীদের জন্য একটি লাভজনক ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি করেছে, যাদের নেটওয়ার্ক এখন বাংলাদেশ, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া জুড়ে বিস্তৃত। এই ব্যবসার ধরন খুবই সরল- নৌকায় যত বেশি সম্ভব মানুষ তোলা, কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে তাদের মালয়েশিয়ায় নেওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় খুঁজে বের করা এবং তাদের পরিবারের কাছ থেকে তিন হাজার ডলার সমপরিমাণ ফি আদায় নিশ্চিত করা। যাদের পরিবার অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাদের আটক করে মারধর করা হয়, অথবা আরও খারাপ আচরণ করা হয়। তাদের কষ্টের ভিডিও আত্মীয়স্বজনদের কাছে পাঠানো হয়, যাতে তারা নির্ধারিত অর্থ পরিশোধে বাধ্য হন। বছরের পর বছর মানবপাচারের পথ পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু অবৈধ এই বাণিজ্যের নিষ্ঠুরতা বদলায়নি।

২০১৫ সালে মানবপাচার নিয়ে নিজেদের দুর্নামের জন্য বিব্রত থাইল্যান্ড সরকার পাচারকারীদের ব্যবহৃত সড়কপথগুলো বন্ধ করতে শুরু করে এবং ম্যানগ্রোভ জলাভূমি ও রাবার বাগানে থাকা আদিম ট্রানজিট ক্যাম্পগুলো বন্ধ করে দেয়, যেখানে পর্যাপ্ত অর্থ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত পাচারকারীরা তাদের বন্দিদের আটকে রাখত। এসব ক্যাম্পে গণকবরের সন্ধান পাওয়ার বিষয়টি থাই কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আরও বাড়িয়ে দেয়। সেই বছর মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে দক্ষিণমুখী বহু নৌকা থাইল্যান্ডের পরিবর্তে ইন্দোনেশিয়ার আচেহর দিকে চলে যায়, যেখানে জেলে সম্প্রদায়গুলো শুরুতে নিপীড়িত মুসলিম হিসেবে এসব রোহিঙ্গাকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে সেই স্বাগত জানানোর পরিস্থিতি এখন আর নেই এবং ইন্দোনেশিয়ায় রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছু বৈরী প্রচারণাও দেখা গেছে। সমুদ্রপথে সরাসরি মালয়েশিয়ায় পৌঁছানো এখনো রোহিঙ্গাদের জন্য খুবই কঠিন। মালয়েশিয়ার নৌবাহিনী তাদের আটক করতে দক্ষ এবং তাদের আবার উন্মুক্ত সমুদ্রে ঠেলে পাঠায়। স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ও তাদের সহায়তা করে না। লেওয়ার মতে, পাচারকারীরা আবারও থাইল্যান্ডকে প্রধান ট্রানজিট পথ হিসেবে ব্যবহার শুরু করেছে। বড়ো আকারের 'মাদার শিপ' রাখাইন উপকূল বা বাংলাদেশের টেকনাফ উপকূলের কাছে রোহিঙ্গাদের তুলে নেয় এবং দুই দেশের কর্তৃপক্ষের নজর এড়াতে সেখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করে না। বর্তমানে তারা স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করে এবং থাইল্যান্ড বা ইন্দোনেশিয়ার পাচারকারী দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে স্থানীয় জেলেদের অর্থ দেয়, যাতে তারা রোহিঙ্গাদের দক্ষিণ থাইল্যান্ড বা পূর্ব সুমাত্রার সৈকতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর তাদের গোপনে মালয়েশিয়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়। কিছু মানুষকে মিয়ানমারের দক্ষিণ উপকূলে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে তাদের স্থলসীমান্ত পার করে থাইল্যান্ডে নেওয়া হয় এবং এরপর সড়কপথে মালয়েশিয়া সীমান্তে পৌঁছে দেওয়া হয়। তবে রাখাইন থেকে মিয়ানমারের বাকি অংশে যাওয়ার সব স্থলপথ বন্ধ থাকায় তাদের পালিয়ে যাওয়া সবসময়ই একটি ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। ক্রিস লেওয়ার বিশ্বাস, গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে অন্তত ১০ হাজার রোহিঙ্গা নৌকায় করে মিয়ানমার ও বাংলাদেশ ছেড়েছে। এটি আগের বছরগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, যা প্রায় নিশ্চিতভাবে রাখাইন ও বাংলাদেশে তাদের অসহনীয় জীবনযাপনের অবস্থার ফল। জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদের জন্য নিরাপদ প্রস্থানপথ তৈরির আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু এই অঞ্চলের কোনো দেশই তাদের নিতে চায় না এবং এখন পর্যন্ত কোনো সরকার তাদের যাত্রা সহজ করতে আগ্রহ দেখায়নি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৭.০৭.২০২৬ নারগীস)

## বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসানীতি আরও কঠোর করলো ট্রাম্প প্রশাসন

বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসানীতি আরও কঠোর করার পরিকল্পনার চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। নীতি অনুযায়ী, ফেডারেল সরকারের অনুমতি ছাড়া বিদেশি শিক্ষার্থীরা চার বছরের বেশি সময় যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে পারবে না। নীতি অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পরিবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের মধ্যে স্থানান্তরের সুযোগও সীমিত করা হবে। এতদিন পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর ক্ষমতা ছিল। সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই নীতিমালা "ভিসার ব্যাপক অপব্যবহার প্রতিরোধের পাশাপাশি নিয়মিত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করবে" বলে জানিয়েছে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। নতুন নীতিমালাকে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটরস "মিসগাইডেড বা ভুলভাবে নির্দেশিত ও অপ্রয়োজনীয়" বলে অভিহিত করেছে। এর আগে, এফ-১ শিক্ষার্থী ভিসা এবং জে-১ এক্সচেঞ্জ ভিসাধারী বিদেশি শিক্ষার্থীরা "ডিউরেশন অব স্ট্যাটাস" শর্তে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি পেতেন। এর অর্থ ছিল, ডিগ্রি সম্পন্ন করতে

যত সময় লাগবে ততদিন তারা দেশটিতে থাকতে পারবেন। নতুন নীতি সেই অবস্থানের ওপর নির্দিষ্ট সময়সীমা আরোপ করবে; অর্থাৎ সরকারের অনুমতি ছাড়া চার বছরের বেশি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করতে পারবেন না বিদেশি শিক্ষার্থীরা।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি মার্কওয়েন মুলিন বলেন, "দশকের পর দশক ধরে বিদেশি শিক্ষার্থীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যা হাজারো মানুষকে যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যাওয়া এড়াতে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হয়ে আমাদের অভিবাসন ব্যবস্থা অপব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে।" যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ স্নাতক পর্যায়ের কোর্স সাধারণত চার বছরের হলেও, ডক্টরেটসহ স্নাতকোত্তর পর্যায়ের অনেক কর্মসূচি সম্পন্ন করতে সাধারণত আরও বেশি সময় লাগে। বিদেশি শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই স্নাতকোত্তর পর্যায়ের, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কোর্সে ভর্তি হন। এসব কোর্সে গবেষণা শেষ করে গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে সাধারণত বেশি সময় প্রয়োজন হয়। গবেষণার অর্থায়নে ঘাটতি এবং ব্যক্তিগত পরিস্থিতির কারণেও পড়াশোনার সময়কাল প্রায়ই দীর্ঘায়িত হতে পারে। নতুন নীতি অনুযায়ী, বিদেশি শিক্ষার্থীদের স্নাতক শেষ করার পর অথবা অন্য ভিসা শ্রেণিতে পরিবর্তনের পর ৩০ দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে হবে। আগে এই সময়সীমা ছিল ৬০ দিনের। বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরামর্শ প্রদানকারী অলাভজনক সংস্থা নাফসা: অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটরস নতুন নীতিমালার সমালোচনা করেছে।

সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী ফ্যান্টা আও বলেন, নতুন নীতিমালা "দীর্ঘদিন ধরে কার্যকরভাবে পরিচালিত একটি ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। এটি এমন একটি সমস্যার সমাধান, যার বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই।" বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমাতে এবং যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন সীমিত করার লক্ষ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের বৃহত্তর নীতিগত পদক্ষেপের অংশ এই নতুন নীতিমালা। কিছু অভিজাত কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত করার চেষ্টা করেছে প্রশাসন। একইসাথে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সমালোচক শিক্ষার্থীদের ভিসা বাতিলের উদ্যোগও নিয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৭.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## এসএসসি পরীক্ষার ফল পরবর্তীতে কী কাজে লাগে?

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যেই উদ্বেগ কাজ করে। জীবনের প্রথম এই পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল পরবর্তী শিক্ষা ও কর্ম জীবনের 'মৌলিক ভিত্তি' হিসেবেও কাজ করে। এবছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল আসছে সপ্তাহে প্রকাশিত হতে পারে বলে ধারণা পাওয়া গেছে। আগামী ২০ জুলাইকে লক্ষ্য করে ফল প্রস্তুতের কাজ চলছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরবর্তী ধাপের শিক্ষা গ্রহণের জন্য যেমন এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে সরকারি চাকরিতে আবেদনের জন্যও প্রয়োজন ন্যূনতম একটি ফলাফল। এই পরীক্ষাটির ফল পরবর্তী জীবনের পাথেয় নির্ধারণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলেই মত শিক্ষাবিদদের। তবে অনেক সময় নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে কাঙ্ক্ষিত ফল না এলেও শিক্ষার্থীদের নিরুৎসাহিত না হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফল জরুরি হলেও, বিশেষ উদ্দেশ্য সামনে রেখে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য দক্ষতা অর্জনে মনোযোগ ও পরিশ্রম দেওয়া গেলে লক্ষ্য পূরণ সম্ভব।

### উচ্চাশিক্ষার ক্ষেত্রে জরুরি এসএসসি'র ফলাফল

শিক্ষাবিদরা বলছেন, বাংলাদেশে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে পরবর্তী সব শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই পরীক্ষার রেজাল্টের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হয়। "টেন্ডেন্সিটা দেখা হয় যে, সে (শিক্ষার্থী) কোন জায়গায় ভালো করছে বা কোন বিষয়ে আগ্রহ আছে, কোন জায়গায় দুর্বলতা আছে," বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান। বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে যে একজন শিক্ষার্থী পরবর্তী ধাপে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে একাদশ শ্রেণির ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সেক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকে কোনো শিক্ষার্থী কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাবে তা নির্ধারণ করা হয় তার ফলাফলের স্কোরের ভিত্তিতে। এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার প্রাপ্ত জিপিএ ও মোট নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি করা হয়, আর সেই নম্বর ও শিক্ষার্থীর পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়। অর্থাৎ, একজন শিক্ষার্থীর কাছে তখনই তার পছন্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনের সুযোগ বেশি থাকবে যখন তার ফলাফল অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে। একইভাবে উচ্চ মাধ্যমিক বা এইচএসসি পরীক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল যেমন জরুরি, তেমনি এসএসসি পরীক্ষার নম্বরও এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়ায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এই দুই পরীক্ষার ফলাফল বা জিপিএ'র ওপর নির্দিষ্ট নম্বর যুক্ত হয়। যেমন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের জন্য দুই পরীক্ষার জিপিএ'র যোগফল বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম আট, আর মানবিক ও বাণিজ্য শাখায় ন্যূনতম সাড়ে সাত হওয়া জরুরি। আবার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) বা মেডিক্যালে পড়ার আবেদন করতে হলে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মোট জিপিএ ১০ থাকতে হবে। "এক হলো যে, তাদের মৌলিক শিক্ষার ভিত্তি গড়ে ওঠা, একইসাথে

তারা আবার কলেজ জীবনে উত্তীর্ণ হয় এবং উচ্চশিক্ষার মধ্যে প্রবেশ করে," বলছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো. আবদুস সালাম। ফলে বোঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরবর্তী ধাপের শিক্ষা জীবনের জন্য এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তিও পায়।

**ডিপ্লোমা ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে**

অনেক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা না নিয়ে কারিগরি দিকে দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী থাকেন। তাদের জন্য বাংলাদেশে ডিপ্লোমা ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ আছে। তবে সেক্ষেত্রেও থাকে এসএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম ফলাফলের বিধি। নিয়ম অনুযায়ী, কারিগরি বোর্ডে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা পর্যায়ের ভর্তির আবেদনের জন্য এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ দুই দশমিক পাঁচ থাকতে হয়। যদিও কোর্স অনুযায়ী ফলাফলের চাহিদা কখনও কখনও বাড়তে বা কমতে পারে। আবার সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তির জন্য প্রার্থীর সামগ্রিক জিপিএ এবং গণিতে আলাদা জিপিএ তিন বা তার বেশি প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে সাধারণ ও কোটার পার্থক্যও আবার একটি ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে।

**কর্মজীবনে এসএসসির ফলাফলের গুরুত্ব 'সীমিত'**

শিক্ষাখাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশে শিক্ষাজীবনের সাথে কর্মজীবনের সংস্পর্শ কম। ফলে কর্মজীবনে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের সরাসরি ভূমিকা 'সীমিত'। তা সত্ত্বেও এটি একটি 'ভিত্তি' হিসেবে কাজ করে বলে মনে করেন খাত সংশ্লিষ্টরা। কারণ এই ভিত্তি না থাকলে শিক্ষার্থীরা "কর্মসংস্থান করতে পারবে না"। গবেষণায়ও দেখা গেছে যে, মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্জন পরবর্তীতে কর্মজগতেও বড় প্রভাব রাখে, বলছিলেন অধ্যাপক সালাম। তবে, শিক্ষাজীবনের মতো কর্মজীবনে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল সরাসরি ভূমিকা না রাখলেও নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে এসএসসির ন্যূনতম ফলাফল প্রয়োজন হয়। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য জারিকৃত বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ন্যূনতম একটি ফলাফল চাওয়া হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগভেদে এই চাহিদা কমবেশি হয়ে থাকে। তবে প্রায়ই আলোচনায় থাকা বাংলাদেশে সরকারি কর্ম কমিশন বা বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে এসএসসি পরীক্ষার ন্যূনতম কোনো ফলাফল থাকা জরুরি নয়। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ৫০ তম বিসিএস পরীক্ষার জন্য দেওয়া বিজ্ঞপ্তিতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট ফলাফল চাওয়া হয়নি। তবে বলা হয়েছে, "কোনো প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে একাধিক তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি বা সমমানের জিপিএ থাকলে তিনি যোগ্য বিবেচিত হবেন না।"

**ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপক**

বাংলাদেশের যে-কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিমাপক এই এসএসসি পরীক্ষার সনদ। ফলে, এসএসসির পরীক্ষার ফলাফল যেমন অনেক শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনে ভূমিকা রাখে, তেমনি এই পরীক্ষার সার্টিফিকেটটিও 'ব্লু কলার জব' বা তথাকথিত শহুরে খেটে খাওয়া মানুষের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্রেরও কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের কাজের লাইসেন্স বা সনদের জন্যেও এই পরীক্ষার ফলাফল কাজে লাগে। এতে একজনের "কাগজে-কলমে বেসিক (মৌলিক) শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ পূরণ হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। যদিও আদৌ সেটা কতটুকু পেল কিংবা পেল না, সেটা ভিন্ন আলাপ," বলছিলেন অধ্যাপক রহমান। যেমন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির চাকরিতে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এসএসসির ফলাফল কাজে লাগে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এছাড়া বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন প্রবাসী কর্মীরা, যাদের অনেকেই শ্রমিক হিসেবে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করেন। তাদের জন্যেও সরকারিভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র হিসেবে কাজ করে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল। "প্রাথমিক এন্ট্রি তো পায়ই, সাথে প্রমাণ করতে পারে যে সে লিটারেট (শিক্ষিত)," বলছিলেন অধ্যাপক রহমান।

**কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না হলেও হতাশ হওয়া যাবে না**

এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। লাখ লাখ শিক্ষার্থী সেই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু সব শিক্ষার্থীর পক্ষে একই পরিবেশ-পরিস্থিতিতে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব না। বিশেষ করে অনেক শিক্ষার্থীর জন্যেই এটি জীবনের প্রথম কোনো পাবলিক পরীক্ষায় বসার অভিজ্ঞতা থাকে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের মানসিক চাপও থাকে। পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ও ফল মেনে নেওয়ার বিষয়গুলোকে "উৎসাহের পর্যায়ে না নিয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, যেটা অনেক সময় তাদের নেতিবাচক আচরণের দিকে নিয়ে যেতে পারে"- বলছিলেন অধ্যাপক মো. আবদুস সালাম। পরীক্ষার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না এলেও শিক্ষার্থীদের যেমন ধৈর্য ধরা প্রয়োজন, অভিভাবকদেরও তাদের পাশে থাকা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। আবার অনেক সময় শারীরিক, পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক নানা কারণে কোনো কোনো শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ভালো দিতে না পারা এবং ফলাফলে তার ছাপ পড়ার শঙ্কা থাকে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের হতাশ বা নিরুৎসাহিত না হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন শিক্ষাবিদরা। তারা বলছেন, শিক্ষাক্ষেত্রের পরবর্তী ধাপে ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে। "অনেকেই আছে এসএসসিতে একটু খারাপ ফলাফল হলেও ইন্টারমিডিয়েটে গিয়ে আরও ভালো ফলাফল করে। আবার অনেকে এসএসসিতে ভালো ফল করলেও পরবর্তী

জীবনে সফল নাও হতে পারে," বলছিলেন অধ্যাপক সালাম। নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে পড়াশোনার পাশাপাশি পাঠ্যক্রমের বাইরেও নানা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা, নানা রকম দক্ষতা অর্জন কর্মজীবনে বিশেষ সুবিধা দিতে পারে। এমনকি দেশের বাইরে পড়তে যাবার ক্ষেত্রেও এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস বা লেখাপড়ার বাইরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ভূমিকার বিষয়টি উঠে এসেছে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীদের অনেকের প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৭.০৭.২০২৬ নারগীস)

## রেডিও তেহরান

### জুলাই সনদ আমরা অবশ্যই বাস্তবায়ন করব: মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

জুলাই সনদের প্রতিটি অক্ষর সরকারই বাস্তবায়ন করবে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, বিরোধীদল শুধুমাত্র ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এই জুলাইকে ব্যবহার করতে চায়। আমরা চাই না জুলাই শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার আরেকটি হাতিয়ারে পরিণত হোক। শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমেদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক স্মরণসভায় তিনি এসব কথা বলেন। স্মরণসভাটির আয়োজন করে প্রফেসর এমাজউদ্দীন রিসার্চ সেন্টার। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, বিরোধীদল থেকে বলা হচ্ছে, 'জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি, সংস্কার আদায় না হলে রাজপথে ফায়সালা হবে'। অথচ জুলাই সনদে আমরা একসাথেই স্বাক্ষর করেছি। যে দলগুলো আন্দোলন করেছি, সবাই মিলেই স্বাক্ষর করেছি। আমরা বারবার বলছি, জুলাই সনদের প্রতিটি অক্ষর আমরাই বাস্তবায়ন করব। গণভোটের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, গণভোটের একটা অংশ নিয়ে আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনাই হয়নি। উচ্চকক্ষে আনুপাতিক হারের প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে আমরা কখনোই একমত হইনি। সেখানেই এখন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সংস্কার কমিশন আমাদের সম্মতি ছাড়াই সেদিন বিষয়গুলো যেভাবে নিয়ে এসেছিল, তা নিয়ে আমি নিজেই স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম যে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। মির্জা ফখরুল বলেন, জুলাইয়ের আন্দোলন শুধু জুলাই মাসেরই আন্দোলন নয়। জুলাই আন্দোলন হলো দীর্ঘকাল ধরে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রায় ১৮ বছর ধরে চলা লড়াইয়ের পরিণতি। (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৭.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

### কুয়েত ও বাহরাইনে মার্কিন ঘাঁটি ও স্থাপনায় ইরানের তীব্র হামলা

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, 'বজ্রাঘাত' অভিযানের দশম ধাপে কয়েক ঘণ্টা আগে কুয়েত ও বাহরাইনে অবস্থিত মার্কিন বাহিনীর রাডার ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আত্মঘাতী ড্রোন ও ক্ষেপনাস্ত্র দিয়ে হামলা করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, অভিযানের দশম ধাপে ইরানের সেনাবাহিনীর আরাশ ড্রোন কুয়েতের আলি আল-সালেম ঘাঁটিতে মার্কিন বাহিনীর রাডার ব্যবস্থা, প্যাট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং জ্বালানি সংরক্ষণাগারে হামলা চালায়। এতে আরও বলা হয়, ওই প্যাট্রিয়ট ব্যবস্থা ঘাঁটিটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পরিবহন বিমান ও এমকিউ-৯ সহ উন্নত ড্রোনের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। বিবৃতি অনুযায়ী, হামলার আরেকটি ঢেউয়ে বাহরাইনের শেখ ঈসা ঘাঁটির প্রতিরক্ষা স্থাপনায় মোতায়েন মার্কিন বাহিনীর যোগাযোগ ও রাডার ব্যবস্থা, সুপার হক রাডার, বিভিন্ন স্থাপনা এবং প্যাট্রিয়ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও ড্রোন হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়। এতে আরও বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিমান সহায়তা ইউনিটের অবস্থানস্থল হিসেবে পরিচিত এই ঘাঁটিটি সেনাবাহিনী ও আইআরজিসির সফল ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। ইরানের সেনাবাহিনী আরও বলেছে, ইরানি সেনাবাহিনীর শক্তি দেশের জনগণ, সামরিক সক্ষমতা, শহীদদের আত্মত্যাগ এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষার অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেনাবাহিনী আরও বলেছে, কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী তারা শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ় ও অবিচল থাকবে।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৭.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

### হরমুজে শান্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা অব্যাহত থাকবে

ইসলামি বিপ্লবী গার্ডবাহিনীর মহাকাশ ইউনিটের কমান্ডার জোর দিয়ে বলেছেন, দক্ষিণ উপকূলে ও হরমুজ প্রণালিতে শান্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের অভিযান ও লক্ষ্যবস্তু হামলা অব্যাহত থাকবে। পার্সটুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরনা সংবাদসংস্থা সূত্রে জানা গেছে, ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর মহাকাশ বাহিনীর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইয়্যেদ মাজিদ মুসাভি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ভিরাস্তি'-তে এক বার্তায় লিখেছেন, "আমাদের গণনায় প্রতিটি ইঞ্চি মাটি মূল্যবান, তেহরান থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমগ্র ইরান একত্রে আমাদের মাতৃভূমি। দক্ষিণ উপকূল ও হরমুজ প্রণালীতে শান্তি ফিরে আসা পর্যন্ত সমগ্র ইরান থেকে শত্রুর ওপর আমাদের কার্যকর ও লক্ষ্যবস্তু হামলা চলতে থাকবে।" (রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ১৭.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

## এনএইচকে

### লোহিত সাগরের তেল পথ বন্ধ করার জন্য হুতিদের প্রস্তুত থাকতে বলেছে ইরান: প্রতিবেদন

বৃহস্পতিবারও যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে তীব্র সংঘাত অব্যাহত ছিল। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, তারা টানা ষষ্ঠ দিনের মতো ইরানের উপর নতুন হামলা চালিয়েছে এবং নৌ অবরোধও বজায় রেখেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে যে, তেহরান ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদেরকে "লোহিত সাগরের তেল পথ বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে" বলেছে। প্রতিবেদনে একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বৈদ্যুতিক অবকাঠামোতে হামলা চালালে বাব

এল-মানদেব প্রণালি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে গোষ্ঠীটিকে বলেছে তেহরান। হরমুজ প্রণালির উত্তেজনার কারণে এই অঞ্চল থেকে তেল পরিবহণের জন্য লোহিত সাগরের পথটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প পথে পরিণত হয়েছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রুবাইয়াল

## ডয়চে ভেলে প্রতিবেদন

### জুলাই গণ-অভ্যুত্থান : আহতদের কে কী অবস্থায়

এ পর্যন্ত গুরুতর আহত ১৫৪ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, রাশিয়া ও তুরস্কে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের অনেকেরই চিকিৎসা চলছে বাংলাদেশে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের বর্তমান অবস্থা জানতেই এই প্রতিবেদন।জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়া ১৫৪ জনের মধ্যে ১০৫ জন দেশে ফেরত এসেছেন। এখনো ৩৯ জন বিদেশে আছেন। দেশে এবং বিদেশে চিকিৎসা-প্রক্রিয়ায় থাকা আহতদের নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন করেছেন ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলোর শিশির মোড়ল। শুরুতেই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আহত মো. রবিব উদ্দিনের সঙ্গে কথোপকথন। ''কেমন আছেন?'' মুঠোফোনে মো. রকিব উদ্দিন বলেন, ''ভালো আছি। তবে শরীরটা পুরোপুরি ভালো না।'' ''শরীর কি খুবই খারাপ?'' তিনি বলেন, ''মাংসপেশিতে মোচড় দেয়। বাঁ পা ছোট হয়ে গেছে। রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না। পঙ্গু হাসপাতালে কয়েক দিন আগে মেডিক্যাল বোর্ড বসেছিল। ডাক্তারেরা বলেছেন, আমি পুরোপুরি ভালো হবো না। বিদেশে গিয়েও খুব লাভ হবে না।'' সর্বশেষ সরকারি হিসাবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় পুলিশের গুলি ও সহিংসতায় শহিদ হন ৮৪৩ জন, আহত হন ১৪ হাজার ৩৭০ জন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন উত্তরার বাসিন্দা মো. রকিব উদ্দিন। তিনি এখন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী। জুলাইয়ের উত্তাল দিনগুলোয় ছাত্র-জনতার সঙ্গে রাজপথে ছিলেন মো. রকিব উদ্দিন। ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই বিকেলে উত্তরার আজমপুরে রবীন্দ্র সরণিতে আন্দোলনরত ছাত্র–জনতার ওপর পুলিশ গুলি চালায়। আহত হন উত্তরা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী মো. রকিব উদ্দিন। গুলি লেগেছিল সামনের দিক থেকে- কোমরে। তখন তাঁর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছিল। মো. রকিব উদ্দিন বলেন, ''প্রথমে আমাকে উত্তরার ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তারপর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে। সেখান থেকে রাত দুইটার দিকে আমাকে পঙ্গু হাসপাতালে নেওয়া হয়।'' এরপর দীর্ঘদিন তিনি ওই হাসপাতালে ছিলেন। এ পর্যন্ত তার পায়ে ও কোমরে তিনটি বড় অস্ত্রোপচার হয়েছে। কোমরের অস্থিসন্ধি প্রতিস্থাপনের বিষয়টিও চিকিৎসকদের চিন্তার মধ্যে আছে। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পঙ্গু হাসপাতাল) পরিচালক অধ্যাপক আবুল কেনান প্রথম আলোকে বলেন, ''আহত ব্যক্তিদের অনেকেই ফলোআপের জন্য নিয়মিত আসেন। তারা অগ্রাধিকার পান। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে চিকিৎসা দেওয়া হয়।''জুলাই গণ–অভ্যুত্থান অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এ পর্যন্ত গুরুতর আহত ১৫৪ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, রাশিয়া ও তুরস্কে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১০৫ জন দেশে ফেরত এসেছেন। এখনো ৩৯ জন বিদেশে আছেন। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের অধীন জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আঘাতের তীব্রতা ও শারীরিক ক্ষতির গুরুত্বের বিবেচনায় গণ–অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। তবে আহত প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি করে 'হেলথ কার্ড' দেওয়া হয়েছে। এই কার্ড ব্যবহারে করে তিনি দেশের যেকোনো সরকারি হাসপাতাল থেকে ও সরকার নির্ধারিত বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে পারবেন।

### ৩ শ্রেণির আহতের জন্য তিন ধরনের ভাতা

জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় আহত ব্যক্তিদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে সরকার। সবচেয়ে মারাত্মকভাবে বা অতি গুরুতর আহত ব্যক্তিরা 'ক' শ্রেণিভুক্ত। তাদের আঘাত সারা জীবনের জন্য প্রতিবন্ধিতা ডেকে এনেছে। যেমন চোখ নষ্ট হওয়া, হাত-পা কাটা পড়া বা শরীরের কোনো বড় অঙ্গের স্থায়ী অকার্যকারিতা। 'ক' শ্রেণিভুক্ত আহত ব্যক্তিরা প্রতি মাসে ২০ হাজার টাকা করে ভাতা পান। এ ছাড়া তাঁদের এককালীন ৫ লাখ টাকা টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। তাদের সংখ্যা ৯৯০। এরপর আছেন 'খ' শ্রেণিভুক্ত আহত ব্যক্তিরা। তারা গুরুতর আহত হয়েছেন, কিন্তু 'ক' শ্রেণির মতো স্থায়ী বা সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধিতার শিকার হননি। তাদের চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি এবং সেরে উঠতে অনেক সময় লাগছে। উত্তরার মো. রকিব উদ্দিন জানান, তিনি 'খ' শ্রেণিভুক্ত আহত। তারা প্রতি মাসে ১৫ হাজার টাকা করে ভাতা পান। এ ছাড়া তাদের এককালীন ৩ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। তাদের সংখ্যা ১ হাজার ৪১৭। আর আছেন 'গ' শ্রেণিভুক্ত আহত ব্যক্তিরা। তারা সাধারণ বা মাঝারি ধরনের আহত হয়েছেন। তাদের আঘাতের ধরন তুলনামূলক কম মারাত্মক। তারা প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে ভাতা পান। এ ছাড়া তাদের এককালীন ১ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সংখ্যায় ১১ হাজার ৯৬৩। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা সবাই থ্যাইল্যেন্ডে আছেন। তারা প্রায় সবাই গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তারা অর্থোপেডিক চিকিৎসা নিচ্ছেন। ১৫ মার্চ পর্যন্ত সরকার তাদের জন্য খরচ করেছে ৩৪৮ কোটি ৯৩ লাখ ৯৯ হাজার ২০৭ টাকা।

### বিদেশে চিকিৎসার চিত্র

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর জুলাই যোদ্ধাদের চিকিৎসার বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব পায়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চীন থেকে বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ছোট–বড় দল বাংলাদেশে আসে। তারা পঙ্গু হাসপাতাল, জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান হাসপাতাল, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি থাকা আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসায় পরামর্শ দেন, কখনো কখনো চিকিৎসায় অংশ নেন। তবে উন্নত চিকিৎসার জন্য অনেকেরই বিদেশ যাওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে।জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এ পর্যন্ত গুরুতর আহত ১৫৪ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, রাশিয়া ও তুরস্কে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১০৫ জন দেশে ফেরত এসেছেন। এখনো ৩৯ জন বিদেশে আছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা সবাই থ্যাইল্যেন্ডে আছেন। তাঁরা প্রায় সবাই গুলিতে আহত হয়েছিলেন। তাঁরা অর্থোপেডিক চিকিৎসা নিচ্ছেন। ১৫ মার্চ পর্যন্ত সরকার তাঁদের জন্য খরচ করেছে ৩৪৮ কোটি ৯৩ লাখ ৯৯ হাজার ২০৭ টাকা।

## স্থায়ী ক্ষতি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় আন্দোলতরত মানুষকে ছত্রভঙ্গ করার সময় পুলিশ নির্বিচার ছররা গুলি ব্যবহার করেছিল। চোখেমুখে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছররা গুলি নিয়ে বহু মানুষ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। এখন সরকারি হিসাব বলছে, ওই সময় ৫০২ জন চোখে আঘাত পান। তাঁদের মধ্যে ২৮ জন স্থায়ীভাবে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। ১০০ জন (এক–দুজন কমবেশি হতে পারে) এক চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন। অন্যরা চোখের নানা সমস্যায় ভুগছেন। আন্দোলনের সময় গুরুতর আহত বা বিলম্বে চিকিৎসার কারণে বেশ কিছু মানুষের হাত বা পা কেটে ফেলতে হয়। এ ধরনের আহত ব্যক্তিদের কৃত্রিম পা ও হাত সংযোজন করে ব্র্যাক লিম্ব সেন্টার। রাজধানীর মোহাম্মদপুরে এই সেন্টার পরিচালিত হয় ব্র্যাক ও ব্র্যাক ব্যাংকের সহায়তায়। ব্র্যাক লিম্ব সেন্টারের পরিচালক মো. শাহিনুল হক বলেন, তারা এ পর্যন্ত ৩৪ জনকে কৃত্রিম পা, ৫ জনকে কৃত্রিম হাত দিয়েছেন। এ ছাড়া ৬৮ জনকে ব্রেস বা শারীরিক সহায়ক উপকরণ দিয়েছেন। ১৪৭ জনকে সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলিং করা হয়েছে। ওই সেন্টার থেকে ৬০ জন নিয়মিত ফিজিওথেরাপি পান।

## জরুরি চিকিৎসায় বাধা

দু-একটি সরকারি হাসপাতাল বাদ দিলে সাধারণভাবে দেশের হাসপাতালগুলো জরুরি চিকিৎসাসেবায় পিছিয়ে। অল্প সময়ে একসঙ্গে বেশি রোগী ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা প্রায় কোনোটির নেই। রাস্তার আহত রোগীর দায়িত্ব ছোট–বড় কোনো বেসরকারি হাসপাতালে নেয় না। বরাবরের মতো জুলাইয়ের গণ–অভ্যুত্থানের সময় কারও প্রস্তুতি বা বাড়তি উদ্যোগ ছিল না। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর সরকারি–বেসরকারি ৩৮টি হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা পরিস্থিতি ঘুরে দেখা গেছে, আহত ব্যক্তিরা ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা পাননি। হাসপাতাল, বিশেষ করে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক আহত ব্যক্তিদের ভর্তি করাতে অনীহা প্রকাশ করে। অনেক আহত ব্যক্তি গ্রেপ্তারের ভয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাই নিতে যাননি। একসঙ্গে বহু মানুষের চিকিৎসার খরচ কে মেটাবে- এ ভয়ে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রোগী ভর্তি করায়নি। অনেক হাসপাতালের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপও ছিল।ওই সময় হাসপাতালগুলোয় কী ঘটেছিল, তা নিয়ে অনুসন্ধান করেন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি), এমিনেন্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়াটারএইড এশিয়া রিজিওন, আন্তর্জাতিক সংস্থা আইপাসের গবেষকেরা। গবেষক দলে প্রথম আলোর একজন ও সুইডিস দূতাবাসের একজন প্রতিনিধি ছিলেন। তাদের গবেষণা প্রবন্ধ গত বছর প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ। গবেষণায় দেখা যায়, পুলিশের ভয় বা মামলার ভয়, যানবাহনের অভাব বা রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার কারণে আহত অনেক ব্যক্তির পক্ষে হাসপাতালে পৌঁছানো কঠিন ছিল, আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে হাসপাতালে যাওয়ার সঙ্গীর অভাব, রোগী ভর্তি করাতে কিছু প্রতিষ্ঠান অস্বীকৃতি জানিয়েছে, কিছু প্রতিষ্ঠান রোগী ভর্তিতে বিলম্ব ঘটায়, অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালে চিকিৎসা দিতে বিলম্ব হয়েছে, কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসা ছিল অপর্যাপ্ত, অনেক ক্ষেত্রে রেফারেল ব্যবস্থা ঠিক ছিল না, কিছু হাসপাতালে রোগীর ব্যাপক চাপ ছিল, রোগীর ভিড়ে কিছু হাসপাতাল চিকিৎসা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, অনেক হাসপাতালে রোগীর নাম–ঠিকানা ঠিক মতো রাখা হয়নি, অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার নীতি লজ্ঘিত হয় (বেদনানাশক ব্যবহার না করেই অস্ত্রোপচার), চিকিৎসার জন্য ঘুস দিতে হয়, সুস্থ হওয়ার আগে বা জোর করে হাসপাতাল ছাড়তে বলা হয়, বেসরকারি হাসপাতালে মর্গের ঘাটতি, সরকারি হাসপাতালে মর্গে জায়গার কমতি, পুলিশি হস্তক্ষেপ, মৃতদেহ হস্তান্তরের সময় হয়রানি, অনেক ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত করা হয়নি, কিছু ক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের সময় বিলম্ব হয়, মৃত্যুর তথ্য ঠিকভাবে রাখা হয়নি, ওষুধের ঘাটতি ছিল, জনবলের ঘাটতি ছিল, নীতিনির্ধারক ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল। আর ছিল রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। গবেষক দলের অন্যতম সদস্য ও এমিনেন্স অ্যাসোসিয়েটস ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী প্রধান শামীম হায়দার তালুকদার বলেন, ‘‘মধ্য জুলাই থেকেই রাজধানীর উত্তরা, বাড্ডা, রামপুরা, মিরপুর, শনির আখড়া, মোহাম্মদপুর, সায়েদাবাদসহ বহু জায়গায় এবং দেশের অন্যান্য বড় শহরে মানুষ আহত হন। তখনো ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ। আহত ব্যক্তিরা অনেকে হাসপাতালে যাননি ভয়ে। অনেকে চিকিৎসা নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অনেকে সরকার পতনের পর

চিকিৎসা নিতে আসেন। এসব যদি না হতো, চিকিৎসকেরা সবাই যদি মানবিক দায়িত্ব পালন করতেন, তবে মৃত্যু কম হতো। আহত ব্যক্তিদের জটিলতাও এই পর্যায়ে যেতো না।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রনি)

## দুই বছরে নিরাপত্তা হেফাজতে আওয়ামী লীগের ৪৩ কর্মীর মৃত্যু

২০২৪ সালের আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ২৫৭টি। এরমধ্যে পুলিশ হেফাজতে ৩০ জন এবং কারা হেফাজতে ২২৭ জন মারা গেছেন। মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন মানবাধিকার সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশন বা এমএসএফ এই তথ্য দিয়েছে।তাদের হিসেবে এই সময়ে পুলিশ ও কারা হেফাজতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৪৩ জন নেতা-কর্মী মারা গেছেন। এরমধ্যে ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ জন। ২০২৫ সালে ২৪ জন। আর ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে ১৭ জন মারা গেছেন। মানবাধিকার কর্মী নূর খান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''পুলিশ বা কারা হেফাজতে যেভাবে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে তাতে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। এটা আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। বিশেষ করে যারা মারা যাচ্ছেন তাদের মধ্যে বড় একটি অংশ হলো কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী। এতে সন্দেহ আরো বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের সন্দেহ তাদের আটক বা জিজ্ঞাসাবাদের সময় বল প্রয়োগের ঘটনা ঘটতে পারে। আবার কারা হেফাজতেও বল প্রয়োগ ও চিকিৎসা না দেয়ার ঘটনা ঘটতে পারে। এগুলোর স্বাধীন তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'' তবে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মেছবাহুল আলম সেলিম ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, ''কারা হেফাজতে কেউ মারা যায় না। এরকম কোনো রেকর্ড নেই। কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে মারা যান। আর কারাগারে কোনো নির্যাতন বা চিকিৎসায় অবহেলার ঘটনাও ঘটে না।'' আর পুলিশ সদরদপ্তরের সহাকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন বলেছেন, ''পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনাই আমরা তদন্ত করি। সেটা রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত এলাকার থানা, যেখানেই ঘটুক না কেন। যদি কোনো নির্যাতনের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে আমরা বিভাগীয় ব্যবস্থা নিই। আমাদের কাছে যেসব অভিযোগ আছে তার কিছু অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। তবে অনেক অভিযোগেরই সত্যতা মেলে না।''

## নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যুর পরিসংখ্যান

মানবাধিকার সংগঠন এমএসএফ-এর সঙ্গে আরও দুটি মানবাধিকার সংস্থার পরিসংখ্যানে খুব বেশি তফাৎ নেই। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) হিসাবে ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে এখন পর্যন্ত পুলিশ ও কারা হেফাজতে মারা গেছেন ২১২ জন। এরমধ্যে পুলিশ হেফাজতে ২২ জন, আর কারা হেফাজতে মারা গেছেন ১৯০ জন। তবে এই মানবাধিকার সংগঠনটি হেফাজতে মারা যাওয়াদের রাজনৈতিক পরিচয় সংরক্ষণ করে না। আরেক সংগঠন হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) হিসাবে ওই একই সময়ে কারা ও পুলিশ হেফাজতে মোট মারা গেছেন ২৪৩ জন। এর মধ্যে গত ছয় সাসে কারাগারে মারা যাওয়া ৫৮ জনের রাজনৈতিক পরিচয় সংরক্ষণ করেছে সংগঠনটি। এর মধ্যে ১৫ জন আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের, একজন বিএনপির এবং ৪২ জন সাধারণ কয়েদি।তবে এইচআরএসএস এর প্রধান নির্বাহী ইজাজুল ইসলাম মনে করেন, নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেশি, কারণ তারা শুধু কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে পরিসংখ্যান তৈরি করেন। তিনি বলেন, ''কারা ও পুলিশ হেফাজতে আমরা মৃত্যুর যে হিসাব প্রকাশ করি তা সংবাদমাধ্যম থেকে নেয়া। আমাদের বিবেচনায় প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশি। কারণ সংবাদমাধ্যমে সব খবর আসে না। আর আমরা তথ্য নিই নিদিষ্ট কিছু পত্রিকা থেকে। ফলে কিছু ঘটনা আমাদের হিসাবে আসে না। বাস্তবে পরিস্থিতি আরো খারাপ।'' ইজাজুল ইসলাম জানান কারা ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। এর কারণ হলো গ্রেপ্তার ও আটকের সংখ্যা বাড়ছে। তিনি বলেন, ''আমাদের কাছে যে তথ্য তা হলো কারাগারে নেয়ার পর যে ধরনের অসুস্থতা থাকে তার যথাযথ চিকিৎসা হয় না। আটক ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকেও আমরা এই অভিযোগ পাই। ফলে তারা কারাগারে মারা যাচ্ছেন।'' এছাড়া গ্রেপ্তারের সময় নির্যাতন চালানো হয়, রিমান্ডে নিয়েও নির্যাতনের অভিযোগ আছে বলে জানান তিনি।

## নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যুর কিছু অভিযোগ

গত ২১ জুন ফরিদপুরের মধুখালি পৌর এলাকার ছাত্রলীগ কর্মী মির্জা ইশতিয়াক আহমেদ প্রান্ত উপজেলা ডিবি পুলিশের হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যান বলে অভিযোগ। তাকে আগের দিন সকালে ডিবি আটক করেছিল। আটকের পর তিনি ডিবি হেফাজতেই ছিলেন । রাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সকালে তিনি মারা যান।প্রান্তর ভাই মির্জা পৃথিবী অভিযোগ করেন, ''আমার ভাইকে আটকের পরপরই মারধর করা হয়। সেই মারধরের ভিডিও পরে সামাজিক যোগাযোগযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। তারা আমার ভাইকে নিয়ে তল্লাশির জন্য আমাদের বাসায়ও আসে। তখনও আমাদের সামনে মারধর করা হয়। পরে রাতে ডিবির সদস্যরা ফোনে আমাদের কাছে প্রথমে ৬০ হাজার এবং পরে এক লাখ টাকা চায়। তখন ফোনে আমার ভাই জানায়, তার মাথায়ও প্রচন্ড আঘাত করা হয়েছে। আর সকালে আমাদের ফোনে জানানো হয় আমার ভাইয়ের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আমরা হাসপাতালে গিয়ে দেখতে পাই আমার ভাই মারা গেছে।'' তিনি বলেন, ''আমার ভাই সুস্থ সবল ছিলেন। তার কোনো শ্বাসকস্টের রোগ ছিল না। নির্যাতনের কারণেই সে মারা গেছে। আমরা এর প্রতিকার কার কাছে পাব!'' প্রান্তর মৃত্যুর ঘটনা উল্লেখ করে মানবাধিকার কর্মী নূর খান বলেন, ''ফরিদপুরে ছাত্রলীগের একজন সংগঠককে আটকের সময় আমরা যেভাবে নির্যাতন করতে দেখেছি, যার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে আমাদের সন্দেহ হয় যে, এরকম নির্যাতনের ঘটনা আরো ঘটেছে।'' তিনি বলেন, ''এইসব ঘটনা প্রকাশ হলে তেমন কোনো ব্যবস্থাও নেয়া হয় না। খুলনা সদর থানায় ২০১২ সালে একজন ছাত্রদল নেতাকে ঝুলিয়ে পিটানো হয়েছিল। তখনও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওই নির্যাতনের ভিডিও প্রকাশ পায়। কিন্তু পুলিশকে বদলি ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এখনো নেয়া হচ্ছে না।'' এদিকে, ১৩ মার্চ ঢাকার জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে মারা যান বগুড়ার হাটশেরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শাহনূর আলম শান্ত (৬০)। তাকে ৪ জানুয়ারি বগুড়ায় আটক করা হয়েছিল। এরপর ১৭ জানুয়ারি ঢাকার কেরাণীগঞ্জ কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল। ২০১৮ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় ডান পা হারান শান্ত। এরপর থেকে তিনি কৃত্রিম পায়ে চলাফেরা করতেন। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে অনেকটা আত্মগোপনে ছিলেন। গত ৪ জানুয়ারি বেলা ১২টার দিকে বগুড়া শহরের নারলী কৃষি ফার্মের কাছে বিউটি পার্লারে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় কিছু লোক তাকে আটক করে মারধর করে। সদর থানা পুলিশ খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ওইদিনই বগুড়া জেলা মহিলা দলের যুগ্ম সম্পাদক সুরাইয়া জেরিন রনির সদর থানায় দায়ের করা নাশকতা ও হত্যাচেষ্টার মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। শান্তর স্ত্রী মরিয়ম বেগম বলেন, ''আমার স্বামী ছিলেন পঙ্গু। তার একটি পা নেই। ঘটনার দিন মব সৃষ্টি করে তাকে আটক করে চরম মারধর করা হয়। আর এটা করে স্থানীয় বিএনপির লোকজন। তাকে আটকের পর আমি খবর পেয়ে থানায় ফোন করেছিলাম। কিন্তু থানা পুলিশ কোনো সহায়তা করেনি। মারধরের পর তারাই তাকে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ তাকে দুই-তিন দিন থানায় রেখে আরো নির্যাতন করে। এরপর মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। প্রথমে বগুড়া জেলা কারাগারে। কয়েকদিন পর তাকে ঢাকার কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। সেখানেই তিনি মারা যান।'' তার অভিযোগ, ''আমার স্বামীর ডায়াবেটিস ছিল, তিনি হৃদরোগী ছিলেন না। আসলে তাকে নির্যাতনের পর কারাগারে কোনো চিকিৎসা দেয়া হয়নি। বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়েছে।'' ''আমরা চেষ্টা করেছি বাইরের হাসপাতালে নিয়ে তাকে চিকিৎসা দিতে। কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি পাইনি,'' বলেন তিনি। এর আগে বগুড়া কারাগারে থাকা পাঁচ আওয়ামী লীগ নেতা মারা গেছেন। তারা হলেন, গাবতলীর দক্ষিণপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদুল হক ওরফে ভুট্টু (৫২), গাবতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য আবদুল মতিন মিঠু (৬৫), জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাদত আলম ঝুনু(৫৭), শিবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ আবদুল লতিফ (৬৭) এবং বগুড়া পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম রতন (৫৮)। বগুড়া জেলা কারাগারের জেল সুপার আসাদুর রহমান বলেন, ''এরমধ্যে পাঁচটি মৃত্যুর ঘটনা আমি এখানে যোগদান করার আগে। আমি পাঁচ মাস হয় এসেছি। এরমধ্যে মাত্র একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাও আমাদের এখানে নয়। আমরা তাকে এখান থেকে কেরাণীগঞ্জ কারাগারে পাঠিয়েছিলাম। তার হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে।'' ''আর বাকি পাঁচজনের মত্যুর কারণ একই। তারা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান,'' বলেন তিনি। জেল সুপার বলেন, ''কারাগারে কাউকে নির্যাতন করা হয়নি। আর অসুস্থ হলে আমরা চিকিৎসার কোনো ত্রুটি করি না।'' ঢাকার মতিঝিল থানা এলাকার আট নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজী সুলতান মিয়া কারা হেফাজতে মারা যান চলতি বছরের ৪ মে । ২০২৪ সালের ১৮ অক্টোবর তাকে আটক করা হয়েছিল। তার স্ত্রী ফাতেমা বেগম অভিযোগ করেন, ''তাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তার বিরুদ্ধে কোনো মামলাই ছিল না। এরপর তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় মোট পাঁচটি মামলা করা হয়। এই মামলাগুলো করা হয় তাকে কারাগারে আটক রাখার জন্য। একটি মামলায় জামিন হলে আরেকটি মামলা দেয়া হতো। এভাবেই চলছিল। এমনও হয়েছে জামিনের পর তাকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেয়ার সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। আমরা তাকে নিয়ে আসার জন্য গাড়ি নিয়ে কারা ফটকে গিয়েছি, ঠিক তখনই তাকে আরেক মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। কিন্তু শেষে কারাগারে স্ট্রোক করলে তাকে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি মারা যান।'' ''কারাগারে তাকে কোনো নির্যাতন করা হয়নি। আমরা তাকে নিয়মিত ওষুখপত্রও দিতে পারতাম। তবে বয়সের কারণে তিনি নানা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কারাগারে তিনি তিনবার স্ট্রোক করেছেন। তাকে কারাগারের ভিতরে আলাদা রান্না করে খাওয়ানোর ব্যবস্থাও করেছিলাম। এজন্য আমাদের অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। টাকা দিয়ে তাকে আমরা কারাগারেই ভালো রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম,'' বলেন তিনি। নারায়ণগঞ্জ ১৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবির ১৩ জানুয়ারি কারাবন্দি অবস্থায় মারা যান। ১৮ ডিসেম্বর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের একটি মামলায় তাকে আটক করা হয়েছিল। তার খালাতো ভাই আনিসুর রহমান জুয়েল বলেন, ''তার বয়স ষাট বছরের বেশি হবে। তাকে যখন আটক করা হয় তখনই তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনি হৃদরোগসহ নানা রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চলছিলেন। কিন্তু কারাগারে নেয়ার পর তার ঠিক মতো চিকিৎসা চলছিল না।'' ''১২ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ কারাগারে তিনি হৃদরোগে গুরুতর আক্রান্ত হলে ঢাকায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নেয়া হয় এবং পরদিন সকালে তিনি মারা যান,'' বলেন তিনি।

### ভাইয়ের মৃত্যুর আশঙ্কায় বোন

রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকারের বোন আজমে আরা বেগমের আশঙ্কা, তার ভাই নিরাপত্তা হেফাজতে মারা যেতে পারেন। ডাবলু সরকারকে আটক করা হয় ২০২৪ সালের ৪ অক্টোবর। এপর্যন্ত হত্যাসহ ২৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। রিমান্ডে নেয়া হয়েছে ৭০ দিন। বারবার কারাগার পরিবর্তন করে তাকে এখন

কাশিমপুর কারাগারে রাখা হয়েছে। গত দুই বছরে কোনো মামলায়ই তার জামিন মেলেনি। আবার কোনো মামলায়ই তার বিচারকাজ শেষ হয়নি। তার পরিবারের অভিযোগ, তাকে গ্রেপ্তারের পর কারাগারে ও রিমান্ডে নিয়ে দফায় দফায় নির্যাতন করা হয়েছে। তিনি কারাগারে কয়েকবার গুরুতর অসুস্থও হয়ে পড়েন। পরিবারের লোকজনকে তেমন দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না। আর কারাগারের বাইরের হাসপাতালে চিকিৎসার আবেদনও গ্রহণ করা হচ্ছে না। ডাবলু সরকারের বোন আজমে আরা বেগম জানান, ''তার সঙ্গে পরিবারের লোকজনকেও তেমন দেখা করতে দেয়া হয় না। আগে কারাগার থেকে টেলিফোনে কথা বলতে পারত। এখন সেই সুযোগও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নির্যাতন ছাড়াও তিনি এখন নানা রোগে আক্রান্ত। তার শরীর ভেঙে পড়েছে। তিনি কারাগারে তেমন কোনো চিকিৎসা পাচ্ছেন না। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে কারাগারে তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা যাবেন।''

## কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মেছবাহুল আলম সেলিম ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''কারা হেফাজতে কেউ মারা যায় না। এরকম কোনো রেকর্ড নেই। কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে মারা যান। আর কারাগারে কোনো নির্যাতন বা চিকিৎসায় অবহেলার ঘটনাও ঘটে না। অনেকেই আছেন যাদের অসুস্থ অবস্থায় কারাগারে পাঠানো হয়। তারা নানা রোগে আগে থেকেই ভুগছেন। তারপরও প্রতিটি মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত হয়।'' তিনি বলেন, ''গত দুই বছরে কারা হেফাজতে কোনো অবহেলা, চিকিৎসার অবহেলা বা নির্যাতনে কেউ মারা যায়নি। কারাগারে নির্যাতন ও চিকিৎসায় অহেলার প্রশ্নই ওঠে না। আমি চ্যালেঞ্জ করছি কারুর কাছে প্রমাণ থাকলে তা নিয়ে আসুক।'' এক প্রশ্নের জবাবে অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক বলেন, ''কারাগারে কোনো বন্দির রাজনৈতিক পরিচয় আমাদের কাছে বিবেচ্য নয়। আমরা তাকে বন্দি হিসাবেই দেখি।'' এদিকে, পুলিশ সদরদপ্তরের সহাকারী পুলিশ মহাপরিদর্শক এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন বলেন, ''পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনাই আমরা তদন্ত করি। সেটা রাজধানী থেকে প্রত্যন্ত এলাকার থানা যেখানেই ঘটুক না কেন। যদি কোনো নির্যাতনের ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে আমরা বিভাগীয় ব্যবস্থা নিই। আমাদের কাছে যেসব অভিযোগ আছে তার কিছু অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। তবে অনেক অভিযোগেরই সত্যতা মেলে না।'' তিনি বলেন, ''পুলিশের পক্ষ থেকে মানবাধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। আমরা কোনো আসামিকে রাজনৈতিকভাবে দেখি না। তাদের সুনির্দিষ্ট মামলায় আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়।''(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রনি)

## শ্রীলঙ্কায় ফ্র্যাঞ্চাইজির ভারতীয় সহ-মালিক গ্রেপ্তার

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ (এলপিএল)-এর ষষ্ঠ আসর শুরুর ঠিক আগে আবার ম্যাচ পাতানোর চেষ্টার অভিযোগ। এমন চেষ্টার সন্দেহে এবার একটি দল (ফ্র্যাঞ্চাইজি)-এর ভারতীয় সহ-মালিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।শ্রীলঙ্কার স্পোর্টস ইনভেস্টিগেশন ইউনিটের পরিদর্শক সুপুন ভিদনাগেকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, গ্রেপ্তার করা ব্যক্তির নাম মনজোত কালরা। কলম্বোর একটি হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। সুপুন ভিদনাগে বলেন, গ্রেপ্তারের সময় মনজোত এক খেলোয়াড়কে ৯৫ লাখ রুপি (২৮,৭০০ ডলার) দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সুপুন আরো জানান, মনজোত কালরাকে খুব তাড়াতাড়ি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে। সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশ না করে তিনি জানান, ওই খেলোয়াড়কে প্রায় ১০ দিন আগে ঘুসের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং, তখনই তিনি পুলিশকে জানান।শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে জাফনা ও গল দলের ম্যাচ দিয়ে আজ (শুক্রবার) শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট এলপিএল-এর ষষ্ঠ আসর। মনজোত কালরা জাফনা দলের অন্যতম মালিক। এলপিএল-এ ম্যাচ পাতানোর চেষ্টার অভিযোগ নতুন নয়। গত জানুয়ারি মাসে ম্যাচ-পাতানোর অভিযোগে এলপিএল-এর বাংলাদেশি-বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ মালিক তামিম রহমানকে চার বছরের স্থগিত কারাদণ্ড দেয় শ্রীলঙ্কার আদালত। এক খেলোয়াড়কে প্রভাবিত করার চেষ্টা এবং বাজির আয়োজনের কথা স্বীকার করেছিলেন ডাম্বুলা থান্ডার্স-এর মালিক তামিম রহমান। প্রথমে চার বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হলেও পরে সেই দণ্ড পাঁচ বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়। কারাদণ্ডের পাশাপাশি ২ কোটি ৪০ লাখ রুপি জরিমানাও হয়েছিল তামিম রহমানের।(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রনি)

## লেবাননে জাতিসংঘ মিশনের পরিবর্তে ইইউ বাহিনীর প্রস্তাব

জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োহান ভাডেফুল বলেছেন, নিরাপত্তা-সংক্রান্ত শূন্যতা রোধ করতে লেবাননে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন ইউএনআইএফআইএল-এর জায়গায় ইইউ-র অনুমোদন করা বাহিনী মোতায়েন করা যেতে পারে।জার্মানির সংবাদমাধ্যম রেডাকসিয়ন্সনেটৎসভের্ক ডয়েচল্যান্ড-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন। আজ শুক্রবার প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''ইউএনআইএফআইএল মিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর যাতে কোনো নিরাপত্তা-সংক্রান্ত শূন্যতা তৈরি না হয়, তা খতিয়ে দেখা উচিত।'' এ সময় তিনি, ''ইউরোপীয় ম্যান্ডেটের আওতায় এমন কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না'' তা বিবেচনা করে দেখার পরামর্শ দেন। ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর ইউএনআইএফআইএল মিশনের মেয়াদ শেষ হবে। কয়েক সপ্তাহ আগে জার্মানির সংসদ এই মিশনে দেশটির অংশগ্রহণের মেয়াদ সর্বশেষবারের মতো বাড়ায়। রেডাকসিয়ন্সনেটৎসভের্ক ডয়েচল্যান্ডকে জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, একটি স্থিতিশীল সরকার নিয়ে এ মুহূর্তে লেবাননের পরিস্থিতি ''ওই অঞ্চলের জন্য অন্যতম আশাব্যঞ্জক ঘটনা।'' গত মঙ্গল ও বুধবার ইতালির রাজধানী রোমের মার্কিন দূতাবাসে লেবানন এবং ইসরায়েলের মধ্যে রাষ্ট্রদূত-পর্যায়ের বৈঠক

হয়। গত ২ মার্চ ইসরায়েল ও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হেজবোল্লাহর মধ্যে নতুন করে সংঘাত শুরুর পর এটি ছিল দুই দেশের ষষ্ঠ বৈঠক। ভাডেফুল মনে করেন, ইইউ-র অনুমোদন করা বাহিনী লেবাননে মোতায়েন করলে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী যাতে সেখান থেকে সরে আসতে পারে এবং হেজবোল্লাহ নতুন করে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' শুরু করতে না পারে – এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে। তিনি বলেন, ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রেখে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই তার এই প্রস্তাব। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রনি)

## কক্সবাজার সৈকতে টর্নেডো, ব্রহ্মপুত্রের ডান তীররক্ষা বাঁধে ধস

বাংলাদেশের কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের সুগন্ধা পয়েন্টে আঘাত হেনেছে টর্নেডো। আজ শুক্রবার বিকেল পৌনে তিনটার দিকে এই টর্নেডো আঘাত হানে।অন্যদিকে কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীররক্ষা বাঁধে ধস দেখা দেওয়ায় পুরো এলাকা নতুন করে বন্যা ও নদীভাঙনের ঝুঁকিতে পড়েছে। ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, টর্নেডোয় কক্সবাজার সৈকতে পর্যটকদের জন্য রাখা অর্ধশতাধিক চেয়ার ও ছাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মতো স্থায়ী ছিল টর্নেডো। এ সময় সুগন্ধা পয়েন্টে থাকা পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। পর্যটকেরা ছোটাছুটি শুরু করেন। তবে টর্নেডোর আঘাতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কক্সবাজার কিটকট ব্যবসায়ী মালিক সমিতির সভাপতি মাহবুবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, সাগর থেকে ধীরে ধীরে বালুচরের দিকে এগোতে থাকে টর্নেডো। বেলা পৌনে তিনটার দিকে এটি সৈকতে আঘাত হানে। টর্নেডোর আঘাতে সৈকতে থাকা ৫২টি কাঠের চেয়ার ও ৬১টি ছাতা ভেঙে গেছে।

## ব্রহ্মপুত্রের ডান তীররক্ষা বাঁধে ধস, নদপাড়ে আতঙ্ক

ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার জানায়, কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীররক্ষা বাঁধে ধস দেখা দেওয়ায় পুরো এলাকা নতুন করে বন্যা ও নদীভাঙনের ঝুঁকিতে পড়েছে। গত বুধবার রাত থেকে উপজেলার কাঁচকোল ও সড়কটারী এলাকায় বাঁধের প্রায় ১৫০ মিটার অংশজুড়ে সিসি (কংক্রিট) ব্লক নদীগর্ভে ধসে পড়তে শুরু করে। ভাঙনের বিস্তার অব্যাহত থাকায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন নদরপাড়ের বাসিন্দারা। স্থানীয়দের আশঙ্কা, দ্রুত জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বাঁধটির বড় অংশ ধসে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শুধু কাঁচকোল বা সড়কটারী নয়, চিলমারী শহরসহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যা ও নদীভাঙনের মুখে পড়বে। স্থানীয়রা জানান, ধসের কারণে প্রতিদিনই নতুন নতুন সিসি ব্লক নদীতে তলিয়ে যাচ্ছে। এতে বাঁধের স্থায়িত্ব নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই বাঁধ তাদের বন্যা ও ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই নিরাপত্তাব্যবস্থাই হুমকির মুখে পড়ায় অনেকেই নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন।তাদের অভিযোগ, বিষয়টি উপজেলা প্রশাসন, পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ও জনপ্রতিনিধিদের জানানো হলেও এখন পর্যন্ত দৃশ্যমান কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কাঁচকোল এলাকার কৃষক আঙ্গুর হোসেন বলেন, ''এই বাঁধ শুধু ব্রহ্মপুত্রের ডান তীররক্ষা বাঁধ নয়, এটি পুরো চিলমারীর জীবনরেখা। বাঁধটি ভেঙে গেলে শুধু গ্রামের মানুষ নয়, চিলমারী শহরও ভয়াবহ বন্যা ও নদীভাঙনের কবলে পড়বে। আমাদের বসতভিটা, ফসলি জমি—সবকিছু নদীগর্ভে চলে যেতে পারে। তাই দ্রুত বাঁধটি রক্ষায় ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।'' কুড়িগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাকিবুল হাসান বলেন, বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে প্রাথমিকভাবে বালুভর্তি জিওব্যাগ ফেলে ভাঙন নিয়ন্ত্রণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। চিলমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদুল হাসান বলেন, ব্রহ্মপুত্রের ডান তীররক্ষা বাঁধটি চিলমারীর রক্ষাকবচ। তিনি জানান, ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, জরুরি ভিত্তিতে জিওব্যাগ ফেলে ভাঙন নিয়ন্ত্রণের কাজ শুরু করা হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রনি)

## মার্কিন নির্বাচনে চীনের প্রভাবের অভিযোগ, তদন্তের নির্দেশ দিলেন ট্রাম্প

অ্যামেরিকার নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কি প্রভাব খাটিয়েছে চীন? বৃহস্পতিবার গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য প্রকাশ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, দেশের ভোট ব্যাবস্থায় বড়সড় রকমের নিরাপত্তা খামতির সম্ভবনা আছে। হোয়াট হাউস থেকে এদিন তিনি বলেন, চীন ব্যাপক আকারে মার্কিন নির্বাচনের তথ্য সংগ্রহ করেছে। তিনি জানান, ২০২০-এর নির্বাচনের আগে প্রায় ২২০ মিলিয়ন মার্কিন ভোটারের তথ্যসমৃদ্ধ ফাইলের নাগাল পেয়েছে বেজিং। এদিন ট্রাম্প জানান, দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সুরক্ষিত নয়। তবে এমন দাবি করলেও, তার ২৪ মিনিটের বক্তব্যে ট্রাম্প এর সমর্থনে কোনো প্রমাণ দেননি। এমনকি, এর ফলে দেশের নির্বাচনের ফলাফলে কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কিনা তাও স্পষ্ট করেননি। ২০১৬ এবং ২০২৬-এ তিনি যে দুইবার নির্বাচন জিতেছেন সেখানেও সুরক্ষা বিঘ্নিত হয়েছিল কি না তা স্পষ্ট করেননি ট্রাম্প। তবে এফবিআইসহ দেশের গোয়েন্দা সংস্থাদের এই বিষয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রনি)

## সোনাম ওয়াংচুকের আদলে নয় ফুংসুকের চরিত্রঃ আমির খান

থ্রি ইডিয়টসের ফুংসুক ওয়াংড়ুর চরিত্র লাদাখের ইঞ্জিনিয়র, শিক্ষাবিদ সোনাম ওয়াংচুকের আদলে তৈরি নয়। এটি মানুষের ভুল ধারনা। এমনটাই জানালেন অভিনেতা আমির খান, যাকে পর্দায় র‍্যাঞ্চো, ওরফে ফুংসুকের চরিত্রে দেখা যায়। এর আগে এই ছবির আরেক অভিনেতা ওমি বৈদ্য একটি ভিডিও মেসেজে জানান, সোনামের জীবন দর্শন

ফুংসুকের চরিত্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ওমি থ্রি ইডিয়টসে সাইলেন্সর, ওরফে চতুরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থার বেনিয়ম, নিটসহ একাধিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরোধিতা করে এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা চেয়ে অনশনে বসেছেন সোনাম এবং ককরোচ জনতা পার্টির অন্যান্যরা। ২০ দিনের অনশনে ব্যাপক অসুস্থ সোনাম। ওজন কমছে ক্রমাগত। তার আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে চতুর তার ভিডিওতে বলেন, তিনি চান না। ফুংসুক ওয়াংড়ু মারা যান। সোনমের সঙ্গে সিনেমাটির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, তার সঙ্গে দেখা করে ওমির মনে হয়েছে তিনি ভদ্র, ভালো মানুষ। নিজেদের ব্যস্ত জীবনের মধ্যের সোনমের তুলে ধরা দাবিগুলো নিয়ে ভাবতে বলেন তিনি। পরে আমির দাবি করেন, ভুল বলছেন ওমি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রনি)

## অ্যামেরিকার আক্রমণ অব্যাহত, কঠোর হামলার হুমকি ইরানের

ইরানের শক্তি পরিকাঠামোয় অ্যামেরিকা আক্রমণ করলে ইয়েমেনের হুথিদের সাহায্য নিতে পারে ইরান। লোহিত সাগরে নৌ-পরিষেবা বন্ধ করতেই তাদের সাহায্য নেওয়া হতে পারে। সংবাদসংস্থা রয়টার্সের সূত্র এমনটা জানিয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তিন জন সূত্র জানিয়েছে, ইরানের নেতৃত্ব এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং তা হুথি নেতৃত্বকেও জানানো হয়েছে। তবে সরকারই ভাবে কোনো পক্ষই কিছু জানায়নি। হুথির তরফে এক সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, বাব এল-মনদেব প্রণালী অঞ্চলে ড্রোন এবং এবং মিসাইল আনা হয়েছে। এগুলি নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। এই অঞ্চল অশান্ত হলে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে হলে মনে করা হচ্ছে। অ্যামেরিকা-ইরানের যুদ্ধের ফলে হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ। এর পর আরো একটি নৌ-বলাচল পথ ব্যহত হলে তার প্রভাব বিশ্ব বাজারে পড়বে। অন্যদিকে, মার্কিন ঘাঁটিতে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে ইরান। কাতারের দোহাতে বোমার আওয়াজ শোনা যায়। কুয়েত তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকরী করেছে। অ্যামেরিকার আক্রমণও জারি আছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, দেশের বন্দর শহর বন্দর খামিরে একটি সেতুর উপর অ্যামেরিকা হামলা চালায়। এই ঘটনায় অন্তত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রনি)

## জুলাই গণ-অভ্যুত্থান : যারা এখনো দীর্ঘ অসুস্থতায়, এখনো যারা বিদেশে চিকিৎসায়

এ পর্যন্ত গুরুতর আহত ১৫৪ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, রাশিয়া ও তুরস্কে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের অনেকেরই চিকিৎসা চলছে বাংলাদেশে। বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়া ১৫৪ জনের মধ্যে ১০৫ জন দেশে ফেরত এসেছেন। এখনো ৩৯ জন বিদেশে আছেন। সর্বশেষ সরকারি হিসাবে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় পুলিশের গুলি ও সহিংসতায় শহিদ হন ৮৪৩ জন, আহত হন ১৪ হাজার ৩৭০ জন। জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের (পঙ্গু হাসপাতাল) পরিচালক অধ্যাপক আবুল কেনান প্রথম আলোকে বলেন, ''আহত ব্যক্তিদের অনেকেই ফলোআপের জন্য নিয়মিত আসেন। তারা অগ্রাধিকার পান। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে চিকিৎসা দেওয়া হয়।" মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের অধীন জুলাই গণ-অভ্যুত্থান অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আঘাতের তীব্রতা ও শারীরিক ক্ষতির গুরুত্বের বিবেচনায় গণ–অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। তবে আহত প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি করে 'হেলথ কার্ড' দেওয়া হয়েছে। এই কার্ড ব্যবহারে করে তিনি দেশের যেকোনো সরকারি হাসপাতাল থেকে ও সরকার নির্ধারিত বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে পারবেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রনি)

# জাগো নিউজ

## সেবামূলক কাজের প্রত্যয় নিয়ে 'ভেটেরানস বাংলাদেশ'র আত্মপ্রকাশ

দেশের সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন সেবাখাত থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, অর্জিত দক্ষতা ও দেশপ্রেমকে সার্বিক উন্নয়ন এবং সেবামূলক কাজে লাগানোর প্রত্যয়ে যাত্রা শুরু করেছে নতুন সংগঠন 'ভেটেরানস বাংলাদেশ'। শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকেলে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় অবস্থিত ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) সংগঠনটির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ হয়। সংগঠনটির নেতারা জানান, সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক ও সেবামূলক এই প্ল্যাটফর্মটির উদ্দেশ্য একটি ঐক্যবদ্ধ, সম্মানিত, স্বনির্ভর ও কল্যাণমুখী ভেটেরান সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যারা জাতীয় উন্নয়ন, দেশ গঠন ও মানবকল্যাণে ইতিবাচক অবদান রাখবে। এছাড়া ভেটেরানদের মর্যাদা রক্ষা, জীবনমান উন্নয়ন এবং একটি শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ভেটেরান কমিউনিটি গড়ে তোলা। ভেটেরানস বাংলাদেশের আহ্বায়ক মেজর (অব.) আমীন আহমেদ আফসারী সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। দেশ গঠনে ভেটেরানদের ভূমিকা' শীর্ষক বিশেষ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লে. কর্নেল (অব.) আ ক ম জাহিদ হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মেজর (অব.) আব্দুর রাজ্জাক, মেজর (অব.) সিকদার, মেজর (অব.) ইউসুফ প্রমুখ। সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত ভেটেরানদের পারস্পরিক ঐক্য জোরদার করা, কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং দেশের মানুষের সেবায় তাদের জ্ঞান ও নেতৃত্বের ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এই মিলনমেলায় অংশ নেন বিভিন্ন বাহিনী ও প্রতিষ্ঠানের ভেটেরান সদস্য, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিশিষ্ট নাগরিক, গবেষক ও গণমাধ্যমকর্মীরা।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

## নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষুদ্র ঋণের এক মাসের কিস্তি ও সুদ মওকুফ করেছে সরকার

ভূমি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বলেছেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নারী উদ্যোক্তাদের এক মাসের ক্ষুদ্র ঋণের কিস্তি ও সুদের টাকা মওকুফ করেছে সরকার। পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি আরও কয়েক মাস বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের রেস্ট হাউজ প্রাঙ্গণে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বলেন, বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের কাজকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি বন্যাকবলিত এলাকার গবাদি পশুকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হবে। একইসঙ্গে জেলে সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার। তিনি বলেন, বান্দরবান পার্বত্য জেলার বানভাসি মানুষের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এরই মধ্যে ২০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী আরও আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিমন্ত্রী বান্দরবান পার্বত্য জেলার বিভিন্ন ওয়ার্ডের ক্ষতিগ্রস্ত ৩০০ পরিবারের মধ্যে ৫ কেজি করে চাল ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বান্দরবান সদরের ক্রাইক্ষ্যংপাড়া এবং রোয়াংছড়ি উপজেলার বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে যান এবং অসহায় মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন। বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে সংসদ সদস্য (এমপি) সাচিং প্রু জেরী, অ্যাডভোকেট মাধবী মারমা, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক থানজামা লুসাই, জেলা প্রশাসক মো. সানিউল ফেরদৌস, জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মো. জাবেদ রেজাসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

## লোহাগাড়ায় বন্যার্তদের পুনর্বাসনে ঢেউটিন বিতরণ

চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘরহারা পরিবারের পুনর্বাসন সহায়তার অংশ হিসেবে ঢেউটিন বিতরণ করেছে ফোরাম অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (এফডিইবি)। শুক্রবার (১৭ জুলাই) উপজেলার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে এ সহায়তা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে এফডিইবির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী জয়নুল আবেদীন বলেন, সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় চট্টগ্রামের বহু মানুষের বসতঘর ধ্বংস হয়েছে। পাহাড়ি ঢল ও জোয়ারের পানিতে অনেক পরিবার তাদের শেষ আশ্রয়টুকুও হারিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো সংগঠনের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। তিনি বলেন, একজন প্রকৌশলী শুধু অবকাঠামো নির্মাণ করেন না, সমাজ গঠনের দায়িত্বও পালন করেন। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ঘর পুনর্নির্মাণে সহায়তা হিসেবে ঢেউটিন বিতরণ করা হচ্ছে। এই সহায়তা সব ক্ষতি পূরণ করতে না পারলেও নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। জয়নুল আবেদীন বলেন, ঢেউটিন বিতরণের পাশাপাশি প্রয়োজন হলে এফডিইবির প্রকৌশলীরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে টেকসই ও দুর্যোগসহনীয় ঘর নির্মাণে কারিগরি পরামর্শও দেবেন। ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে ক্ষয়ক্ষতি কম হয়, সে বিষয়েও সংগঠনটি কাজ করবে। তিনি এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা সংগঠনের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং ভবিষ্যতেও দুর্যোগকবলিত মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইডিইবির চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার প্রধান উপদেষ্টা আনোয়ারুল আলম চৌধুরী, এফডিইবির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী জয়নুল আবেদীন, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি প্রকৌশলী মুহাম্মাদ ইউসুফ, চিকিৎসক সিদ্দিক আহমেদ, হারুন উর রশিদ, মাওলানা রেজাউল করিম, হাফেজ রাশেদুল ইসলাম, মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ, মাস্টার নাজিম উদ্দিন, কফিল উদ্দিন, ওসমান গনী, নুরুল ইসলাম, আব্দুল গফুর, মুহাম্মদ ফারুক, মুহাম্মদ রিফাত, মঞ্জুরুল ইসলাম চৌধুরী, হাফেজ আব্দুর রহিমসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

## চট্টগ্রামে নিরাপত্তাকর্মীকে হত্যা: ৭ আসামি গ্রেফতার

চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানার একটি গ্যারেজে নিরাপত্তাকর্মী আবু সিদ্দিককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় এজাহারভুক্ত সাত আসামিকে চার ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৭ জুলাই) ডবলমুরিং মডেল থানা-পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে। পুলিশের ভাষ্য, গত ১৫ জুলাই রাত ১০টার দিকে কয়েকজন ব্যক্তি সংঘবদ্ধভাবে একটি গ্যারেজে প্রবেশ করে নিরাপত্তাকর্মী আবু সিদ্দিকের ওপর হামলা চালান। তাকে কিল-ঘুষি ও এলোপাতাড়ি মারধরের পাশাপাশি রিকশার চাকার একটি লোহার রিং দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মামলার এজাহারে অভিযোগ করা হয়, হত্যার পর মরদেহ গুমের উদ্দেশ্যে অভিযুক্তরা একটি মিনি পিকআপে তুলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় শুক্রবার ডবলমুরিং মডেল থানায় দণ্ডবিধির ৩০২, ২০১ ও ৩৪ ধারায় মামলা হয়। মামলা হওয়ার পরপরই অভিযান চালিয়ে শেখ আহমেদ রুবেল (৩৫), মো. সাইফুল ইসলাম (২৭), মনিরুজ্জামান মামুন (২৮), মো. জামাল উদ্দিন মিজান (৪৫), মো. গোলাম রব্বানী (৫৫), মো. আবুল বাশার (৩৯) এবং পেয়ার আহাম্মদ (৫৫) নামে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতার ব্যক্তিরা হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। ডবলমুরিং থানা-পুলিশ জানিয়েছে, হত্যাকাণ্ডের কারণ এবং অন্য কেউ

জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

## শুল্কমুক্ত ফেব্রিক্স ঘোষণায় মদ আমদানি চক্রের হোতা গ্রেফতার

দুই বছর আগে শুল্কমুক্ত ফেব্রিক্স ঘোষণায় চীন থেকে মদ ও সিগারেট আমদানি এবং খালাস চেষ্টায় জড়িত চক্রের হোতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট। তার নাম শেখ সেজান (২৬)। নেপালে পালিয়ে যাওয়ার সময় ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গত বুধবার সন্ধ্যায় (১৫ জুলাই) তাকে গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকেলে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ (সিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। সিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) মুহাম্মদ ফয়সাল আহম্মেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন। সিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২০২৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বন্দর থানায় দায়ের হওয়া মামলায় বিগত বিভিন্ন সময়ে ঘটনায় জড়িত আরও সাতজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারা হলেন মদের চালানটি খালাসে নিয়োজিত সিএন্ডএফ প্রতিষ্ঠান হাফেজ ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান খালেদ হোসেন মামুন, পরিচালক বাকির হোসেন, প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী খোরশেদ আলম রিপন ও মিজান এবং চক্রের সদস্য আশরাফ হোসেন রাজু, খায়েজ আহমেদ ওরফে আরিফ এবং বড় রাজু। পুলিশ জানিয়েছে, চট্টগ্রাম বন্দরে শুল্কমুক্ত ফেব্রিক্স ঘোষণায় মদ ও সিগারেট আমদানির ঘটনায় একটি সংঘবদ্ধ অপরাধীচক্র জড়িত। চক্রটি ১১ হাজার ৬৭৬ লিটার বিদেশি মদ আমদানি করে ১০-১২ কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকির অপচেষ্টা করেছে। তাছাড়া তারা কাস্টমসের এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সার্ভারে অবৈধভাবে প্রবেশ করে চালানটি খালাসের চেষ্টা করে। ওই ঘটনায় বন্দর থানায় দায়ের হওয়া মামলায় গ্রেফতার ৭ আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদে শেখ সেজানের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রেফতার সেজানের তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষতা রয়েছে। সেজান অন্য আসামিদের সহায়তায় কাস্টমসের এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সার্ভার হ্যাক করে বন্দর থেকে মিথ্যা ঘোষণার পণ্য খালাসের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে। পুলিশ জানায়, এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এবং সিপিএ (বন্দর) পোর্টালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে অন্যের ইউজার আইডি ব্যবহার, পাসওয়ার্ড পরিবর্তন এবং প্রতারণামূলক কাস্টমস কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ কারিগরি কার্যক্রম সম্পন্ন করে বলে আদালতে দেওয়া ১৬৪ ধারার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে স্বীকার করেন আগে গ্রেফতার হওয়া আশরাফ হোসেন ওরফে রাজু। তদন্তে প্রাপ্ত ডিজিটাল আলামত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২৪ সালের ২০ মে একটি মোবাইল অপারেটরের মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করে কাস্টমসের একজন অফিসারের ইউজার আইডি দিয়ে অননুমোদিতভাবে লগইন করা হয়। পরবর্তীতে একই ইউজার আইডি ব্যবহার করে সিগারেট চোরাচালানের মামলায় এলসি-আই রেজিস্ট্রেশন এবং ওপেন কার্যক্রম সম্পন্ন করে সেজান। তদন্তে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া শেখ সেজানকে গ্রেফতারে এর আগে নড়াইল জেলার লোহাগড়া থানাধীন তার বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালায়। কিন্তু সেজান ওই সময়ে পলাতক থাকায় তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব না হলেও তার বাড়ি হতে এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম হ্যাক করে এলসি আই রেজিস্ট্রেশন ও ওপেন করার কাজে ব্যবহৃত এমটি মোবাইল সেট জব্দ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

## দেশের রাজনীতির রিমোট কন্ট্রোল দিল্লিতে: গোলাম পরওয়ার

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার দাবি করেছেন, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে দিল্লির প্রভাব রয়েছে। তিনি বলেন, দেশের রাজনীতির যত গণ্ডগোল পাকানো, জুলুম করানো, কে ক্ষমতায় যাবে আর যাবে না সবকিছুর রিমোট কন্ট্রোল দিল্লি। শুক্রবার (১৭ জুলাই) দুপুরে নরসিংদী শিশু একাডেমি মিলনায়তনে জেলা জামায়াত আয়োজিত সদস্য (রুকন) সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, জেনেভা কনভেনশন, বন্দি বিনিময় আইনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামিকে দিল্লিতে প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধাসহ অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমরা সব প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ও ন্যায্য সম্পর্ক চাই। কিন্তু কোনো দেশ যদি বারবার বাংলাদেশের রাজনীতি, সরকার ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি পদক্ষেপ নেয়, তাহলে দেশের জনগণ তা মেনে নেবে না। শেখ হাসিনার বিচার প্রসঙ্গে জামায়াতের শীর্ষ এই নেতা বলেন, বিষয়টি ট্রাইব্যুনাল, আইন ও সরকারের এখতিয়ারভুক্ত। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সরকার এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি বলেন , বিএনপি এখন সংস্কার নয়, সংশোধনের কথা বলছে। অথচ তাদের ঘোষিত ৩১ দফার প্রথম দফাতেই সংবিধান সংস্কারের জন্য কমিশন গঠনের অঙ্গীকার ছিল। তিনি অভিযোগ করেন, এ অবস্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে বিএনপি জনগণের সঙ্গে করা অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেনি। দেশের চলমান সংকট নিরসনে সংসদে সংবিধান সংস্কার পরিষদের অধিবেশন ডেকে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি কার্যকর করা উচিত। অন্যথায় রাজপথে আন্দোলনে যাওয়ার বিকল্প থাকবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

## সিআইডি পরিচয়ে প্রতারণা, ৩ যুবক গ্রেফতার

সিআইডি পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) সন্ধ্যায় প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে

ডিবি পুলিশের ওসি আব্দুল মোত্তাল্লিব সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে বৃহস্পতিবার ভোরে সাদুল্লাপুর উপজেলার ফরিদপুর ইউনিয়নে ফরিদপুর এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন- নাঈম মিয়া (২০), রাকিবুল ইসলাম (১৮), শেখ শাদিউল ইসলাম (২০)। তারা সবাই ঢাকা খিলগাও এলাকার বাসিন্দা। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সিআইডি পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগে তিন যুবককে আটক করেন ফরিদপুর ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল মামুন। পরে ডিবি পুলিশের একটি টিম তাদের আটক করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়- গ্রেফতারের সময় তাদের কাছ থেকে ভুয়া অফিস আদেশ, দুটি ওয়াকিটকি, পুলিশ লোগোযুক্ত মাস্ক, গ্লাভস, সার্জিক্যাল সামগ্রী পাওয়া যায়। এছাড়া প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। বিদেশি ডলার ক্রয়-বিক্রয়ের প্রলোভনকে কেন্দ্র করে তারা নিজেদের সিআইডি সদস্য বলে পরিচয় দেয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

**শিশু-তরুণ হত্যার দায় থেকে শেখ হাসিনার ক্ষমা নেই: রিজভী**

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, শিশু, কিশোর ও তরুণ হত্যার পর শেখ হাসিনার ক্ষমা হতে পারে না। তিনি বলেন, যে রক্তপাত হয়েছে, তার পর শেখ হাসিনার আবার দেশে ফিরে রাজনীতি করার সুযোগ থাকতে পারে না। শুক্রবার (১৭ জুলাই) রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে '১৭ জুলাই যাত্রাবাড়ী প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে মানুষের প্রতিরোধের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রতিরোধ এবং বিদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলার প্রতিরোধের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জুলাই আন্দোলনেও মানুষ অভূতপূর্ব প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ১১ জুলাই দলীয় কার্যালয়ে পুলিশ তল্লাশি চালানোর খবর পেয়ে তিনি আত্মগোপনে চলে যান। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে দলের বক্তব্য তুলে ধরেন এবং ছাত্রদের কর্মসূচিতে বিএনপির সমর্থনের কথা জানান। রিজভী বলেন, ১৬ জুলাই রংপুরে আবু সাঈদের মৃত্যুর পর আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যাত্রাবাড়ী, শনির আখড়া, রায়েরবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় গুলিতে বহু মানুষ নিহত হন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, শুধু বিএনপি বা ছাত্রদল নয়, জামায়াত, মাদরাসার শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির মানুষও আন্দোলনে অংশ নেন এবং গুলির মধ্যেও প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তিনি বলেন, ২৪ এর ১৯ জুলাই জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপির সমাবেশের কর্মসূচি ছিল। সে সময় যোগাযোগব্যবস্থা কার্যত বন্ধ ছিল। নানা বাধা পেরিয়ে প্রেসক্লাবে পৌঁছানোর পর পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড, গুলি ও লাঠিচার্জ চালায়। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.#০২৬ রুবাইয়া)

**সংসদে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না হলে রাজপথে ফয়সালা হবে**

জনগণের গণভোটের রায় সংসদে বাস্তবায়িত না হলে, রাজপথে তার ফয়সালা হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান। তিনি বলেন, 'শুধু ক্ষমতার হাতবদল নয়, অর্থবহ রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের প্রকৃত চেতনার বহিঃপ্রকাশ। আমরা জান দেবো, তবুও জুলাই দেবো না। সংবিধানের কেবল সংশোধন নয়, প্রয়োজন রাষ্ট্র সংস্কার। জনগণের গণভোটের রায় সংসদে বাস্তবায়িত না হলে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মতো দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক শক্তিই রাজপথে তার ফয়সালা করবে।' শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকেলে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ লেবার পার্টির যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোস্তাফিজুর রহমান ইরান এসব কথা বলেন। ঢাকার শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও শ্রেণি-পেশার শতাধিক নেতা-কর্মী লেবার পার্টিতে যোগদান করেন। মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন, 'বর্তমান সরকার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনার সঙ্গে বেঈমানি করেছে। ক্ষমতায় যাওয়ার স্বার্থে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করলেও এখন তা বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। জনগণের প্রত্যাশা ও গণআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এ অবস্থান সাংঘর্ষিক।' 'রাজনীতি আজ লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। আমলা, পুঁজিপতি ও সুবিধাবাদীরা রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করে রাজনৈতিক চরিত্র ধ্বংস করেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা লুটকারীরা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করে জাতীয় সংসদের সদস্য হয়েছে। আমরা খাই-খাই রাজনীতি ও লুটপাটের গণতন্ত্র চাই না। অর্থ, অস্ত্র, কালোটাকা, পেশিশক্তি, হুন্ডি ও গুন্ডাবৃত্তিনির্ভর রাজনীতির অবসান ঘটাতেই ছাত্র-শ্রমিক-জনতার আন্দোলনের চূড়ান্ত ফসল ৩৬ জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থান। আমরা জীবন দেবো, তবুও জুলাই দেবো না। জুলাইয়ের চেতনা বাস্তবায়ন এবং গণভোটের রায় কার্যকর করতে বাংলাদেশ লেবার পার্টি রাজপথে সক্রিয় থাকবে,' যোগ করেন তিনি। মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন, 'জনগণ একনায়কতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নতুন বন্দোবস্তের দাবি জানিয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদের কবর রচনা করেছে। শহীদ আবু সাঈদ, মীর মুগ্ধ, আউয়াল মিয়া ও নাঈমরা বস্তাপচা ও নোংরা রাজনীতি টিকিয়ে রাখতে জীবন উৎসর্গ করেননি। তাদের আত্মত্যাগের চেতনা বাস্তবায়নে নতুন ধারার রাজনীতি এবং ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে বাংলাদেশ লেবার পার্টিকে আরও সুসংগঠিত করতে হবে।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

**দুর্যোগে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা প্রশংসনীয়: অর্থমন্ত্রী**

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, যে কোনো দুর্যোগের কঠিন সময়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত এবং দেশের ব্যবসায়ী সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ব্যবসায়ীরা যেভাবে দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তা মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ব্যবসায়ীদের এই উদ্যোগ অন্যদেরও উদ্বুদ্ধ করবে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) বন্যায় বিপর্যস্ত চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার বন্যাদুর্গত এলাকার মানুষের মধ্যে তামাকুমন্ডি লেইন বণিক সমিতির উদ্যোগে খাদ্য ও জরুরি ত্রাণসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন, আবু সুফিয়ান এমপি, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর ও চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা। চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, সুখে-দুঃখে তামাকুমন্ডি লেইনের ব্যবসায়ীরা সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিলেন এবং আছেন। আগামীতেও যেকোনো সামাজিক ও মানবিক সংকটে আমাদের এই সেবামূলক ধারা অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা ব্যবসায়ীদের এই মহৎ ও মানবিক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সমাজের বিত্তবানদের প্রতি ভবিষ্যতে এই ধরনের সংকটকালীন পরিস্থিতিতে আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৭.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

## শিবিরের ম্যারাথনে থাকাদের ৯০ শতাংশ লীগের পেছনে এভাবেই দৌড়ঝাঁপ করেছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) 'লীগ ধর' শীর্ষক ম্যারাথন করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। ওই ম্যারাথনে অংশ নেওয়াদের মধ্যে ৯০ শতাংশই একসময় ছাত্রলীগের পেছনে এভাবে দৌড়ঝাঁপ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা রাশেদ খাঁন। শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকেল পৌনে ৩টায় নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন তিনি। ফেসবুক পোস্টে রাশেদ খাঁন লেখেন, 'আজকে ঢাবিতে শিবির যে লীগ ধর নামে ম্যারাথন দৌড় দিয়ে প্রতীকী লীগ পেটালো, ঠিক বিগত ১৬ বছর ছাত্রলীগের মধ্যে গুপ্ত না থেকে সত্যিই যদি লীগকে পেটাতো, তবে ছাত্রলীগ দানব হয়ে উঠতে পারতো না। শেখ হাসিনাও এতদিন ক্ষমতায় থাকতে পারতো না।' তিনি আরও লেখেন, 'সত্যি বলতে শিবিরের ম্যারাথন দৌড়ে থাকাদের মধ্যে ৯০% ঠিক লীগের পিছনে এভাবেই দৌড়ঝাঁপ করেছে। জামায়াত-শিবিরের গুপ্ত কৌশলের কারণেই ফ্যাসিবাদ দীর্ঘায়িত হয়। গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যদি লীগের পতন না হতো, তবে শিবির তার কৌশলের অংশ হিসেবে ছাত্রলীগই থেকে যেত। আজকের অনেককে লীগের বড় বড় পদে দেখা যেত।' এর আগে আজ শুক্রবার সকালে ঢাবি শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজিত 'লীগ ধর' শীর্ষক ম্যারাথনে সংগঠনটির নেতাকর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## বেড়েছে চুরি-ডাকাতি, পুলিশের কার্যকর ভূমিকার দাবিতে মানববন্ধন

নাটোরের গুরুদাসপুরে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই। এমনকি থানা কমপ্লেক্স ও সরকারি কোয়ার্টারের আশপাশেও ঘটছে এসব ঘটনা। গত আড়াই মাসে একের পর এক অপরাধের ঘটনায় জনমনে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, থানায় অভিযোগ জানিয়েও মিলছে না প্রতিকার। এসব ঘটনায় পুলিশের কার্যকর ভূমিকার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন এলাকাবাসী। শুক্রবার (১৭ জুলাই) দুপুর ১২টায় উপজেলার আনন্দনগর এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আজিজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, গত আড়াই মাস আগে তার বাড়ি থেকে শেষ সম্বল ছয়টি গরু চুরি হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। থানায় গেলে ওসি তাকে অপমান-অপদস্ত করে বের করে দেন। এসময় অন্য বক্তারা বলেন, গত আড়াই মাসে গুরুদাসপুরে চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। এসব অপরাধ দমনে পুলিশের কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। দ্রুত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তারা। এ বিষয়ে গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনজুরুল আলম বলেন, পুলিশ এগুলো নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে চুরি, ছিনতাই নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১১

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৭ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## ঢামেক থেকে রোগী ভাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, দুই দালাল আটক

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল থেকে রোগীকে কম খরচে উন্নত চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগে দুই দালালকে আটক করেছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

পরে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে। আটকরা হলেন- মো. শাকিল ও মো. মনির।বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) রাত পৌনে ১২টার দিকে হাসপাতালের ২০৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তাদের আটক করা হয়। ঢামেক হাসপাতালের আনসারের প্লাটুন কমান্ডার (পিসি) নো. শাহাদাত হোসেন বলেন, ২০৮ নম্বর ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালনকালে আনসার সদস্য ইসহাক দেখতে পান, শাকিল ও মনির রোগী ও তাদের স্বজনদের কম খরচে উন্নত চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে হাসপাতালের বাইরে একটি বেসরকারি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর আমি টহলরত আনসার সদস্য মো. কাশেম মিয়া ও মো. আল আমিনকে বিষয়টি জানাই। তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত দুজনকে হাতেনাতে আটক করেন। পরে হাসপাতাল প্রশাসনের কাছে উপস্থাপন করা হলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় তাদের শাহবাগ থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। আনসার সূত্র জানায়, হাসপাতালের পরিচালককের নির্দেশনায় ঢামেকে দালালবিরোধী অভিযান জোরদার করা হয়েছে। একই সঙ্গে যাদের হাসপাতালে কোনো প্রয়োজনীয় কাজ নেই, অথচ অবৈধভাবে ঘোরাফেরা করছেন, তাদের বিরুদ্ধেও নিয়মিত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## কামরাঙ্গীরচরে জুতার কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচর মাদবর বাজার এলাকায় জুতার কারখানায় লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকেল ৩টা ১২ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। এরপর দুটি ইউনিট পৌঁছে বিকেল ৩টা ৪৯ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার রোজিনা খানম জানান, কামরাঙ্গীরচর মাদবর বাজার এলাকায় জুতার কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের 'লীগ ধর' ম্যারাথন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) 'লীগ ধর' শীর্ষক ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাবি শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির আয়োজিত এ ম্যারাথনে সংগঠনটির নেতাকর্মী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। সন্ত্রাস প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার (১৭ জুলাই) সকাল ৬টায় এ ম্যারাথন শুরু হয়। কার্জন হল থেকে শুরু হয়ে এটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, টিএসসি, তোরণ, মহসিন হল, সূর্যসেন হল, কলাভবন হয়ে রাজু ভাস্কর্যে গিয়ে শেষ হয়। ম্যারাথনে অংশ নেন ডাকসু ভিপি ও ছাত্রশিবিরের সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু সাদিক কায়েম। এছাড়াও, ডাকসুর জিএস ও ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এস এম ফরহাদ এবং ডাকসুর পরিবহন সম্পাদক ও ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক আসিফ আব্দুল্লাহ অংশ নেন। কর্মসূচিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি কাজী আশিক এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মু. সাজ্জাদ হোসাইন খাঁনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## হামের উপসর্গ নিয়ে আরও এক শিশুর মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার ১৩ শিশু। শুক্রবার (১৭ জুলাই) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে এসময়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারাদেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৬৮৫ শিশুর। এসময় নিশ্চিত হামে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৯৫ শিশু। অর্থাৎ হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে এ সময়ে মোট ৭৮০ শিশু মারা গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হামে আক্রান্ত হয়েছে ১৪০ শিশু, এসময়ে হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা ৮৭৩। সবমিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও হামের উপসর্গজনিত রোগীর সংখ্যা এক হাজার ১৩ জন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ১৫ মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে মোট ৯৮ হাজার ৬০০ হাম রোগী, যাদের মধ্যে ৯৫ হাজার ৩১ জন ছাড়পত্র পেয়ে এরই মধ্যে বাড়ি ফিরেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৯১২

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে নতুন ৯৪ জন দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৯১২ জন। শুক্রবার (১৭ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। বার্তা অনুযায়ী, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন নয় হাজার ৭৭০ জন। তাদের মধ্যে ছাড়পত্র পেয়েছেন আট হাজার ৮২৬ জন। বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন ৯১২ জন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩০৯ জন চিকিৎসা নিচ্ছেন ঢাকা বিভাগে। মারা যাওয়াদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মোট ৩২ জনের মধ্যে নারী ১৮ জন বা ৫৬ দশমিক ৩ শতাংশ এবং পুরুষ ১৪ জন বা ৪৩ দশমিক ৭ শতাংশ। ঢাকা বিভাগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) আওতাধীন হাসপাতালে ১০, উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) আওতাধীন হাসপাতালে ছয় ও সিটি করপোরেশনের বাইরে একজন প্রাণ হারিয়েছেন। সেই সঙ্গে

ময়মনসিংহে পাঁচ, চট্টগ্রামে চার, খুলনায় তিন, বরিশালে দুই ও রাজশাহীতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

**জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করবে: মির্জা ফখরুল**

বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করবে। এ নিয়ে বিরোধীদল জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার (১৭ জুলাই) জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত স্মরণসভায় এ কথা বলেন তিনি। যৌথভাবে এ স্মরণসভার আয়োজন করে প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ রিসার্চ সেন্টার ও জাতীয় সাংবাদিক সমিতি। মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমরা আজকে অনেকগুলো কথা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। আমাদের বিরোধীদল থেকে বলা হচ্ছে, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি সংসদে আদায় না হলে রাজপথের ফয়সালা হবে।' তিনি বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়, জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। জুলাই সনদে আমরা সই করেছি একসঙ্গে। যেসব দল আমরা আন্দোলন করেছি একসঙ্গেই তারা সই করেছি। জুলাই সনদে প্রতিটি অক্ষর আমরা বারবার করে বলছি যে আমরাই বাস্তবায়িত করবো। এটাতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।' গণভোট প্রসঙ্গে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'যে গণভোটের কথা বলা হচ্ছে, সেই গণভোটের একটা অংশে তো আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনাই হয়নি। আমরা বারবার করে যে কথা বলতে চাচ্ছি যে, আমরা উচ্চকক্ষে আনুপাতিক হারে ভোটে যে প্রতিনিধিত্ব হবে সেই বিষয়টাতে আমরা কখনই একমত হইনি। সে সময়ে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম আমি নিজেই যে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। সেই সংস্কার কমিশন-রিফর্ম কমিশন তারা যে কথাগুলো সেদিন যেভাবে নিয়ে এসেছেন আমাদের কনসেন্ট ছাড়া তারা নিয়ে আসছেন।' তিনি বলেন, 'জুলাই সনদের বইটা যদি আপনারা পড়েন সেখানে প্রতিটি জায়গায় বলা আছে যে, যে দল নির্বাচিত হবে তারা তাদের ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী সেটাকে বাস্তবায়িত করবে। আমরা বারবারই এই কথা বলে এসেছি এবং উই আর কমিটেড। আমরা ৩১ দফাতে যেমন কমিটেড ঠিক তেমনিভাবে আমরা কমিটেড হচ্ছি জুলাই সনদ বাস্তবায়নে। কিন্তু সেটা আমরা যেভাবে চেয়েছি সেভাবে আমরা বলছি। এখানে বিরোধী দল সম্পূর্ণভাবে ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে, আমরা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে চাই না।' জুলাই সনদ দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) কাকরাইলের আইডিবি ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে বিরোধীদলীয় নেতা বলেছিলেন, 'জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি সংসদে আদায় না হলে রাজপথে ফয়সালা হবে। গণভোটের রায় মেনে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন করতে হবে। সংবিধানে সংশোধনের নামে কোনো ভাঁওতাবাজি জনগণ মেনে নেবে না।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

**চট্টগ্রামে ত্রাণ বিতরণের মঞ্চ ভেঙে পড়ে গেলেন অর্থমন্ত্রী**

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারী পৌরসভায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের সময় মঞ্চ ধসে পড়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীসহ উপস্থিত কয়েকজন নেতা পড়ে যান। তবে এ ঘটনায় কেউ গুরুতর আহত হননি। শুক্রবার (১৭ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দোহাজারী পৌরসভা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গাড়ি থেকে নেমে মঞ্চে ওঠেন মন্ত্রী। এ সময় অতিরিক্তসংখ্যক নেতা-কর্মী ও অতিথি মঞ্চে উঠে পড়লে সেটি ধসে যায়। এ ঘটনায় অর্থমন্ত্রীর পাশাপাশি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন, চট্টগ্রাম-১৪ আসনের সংসদ সদস্য জসীম উদ্দীন আহমদ, পটিয়া আসনের সংসদ সদস্য এনামুল হক, বোয়ালখালী আসনের সংসদ সদস্য এরশাদ উল্লাহসহ উপস্থিত নেতারা নিচে পড়ে যান। তবে সবাই নিরাপদে উঠে আসেন এবং কারও গুরুতর আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর অর্থমন্ত্রী সেখানে থেকে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে অংশ নিতে সাতকানিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এদিকে, মন্ত্রী চলে যাওয়ার পর স্থানীয় নেতারা ত্রাণ বিতরণ শুরু করলে উপকারভোগীদের মধ্যে হুড়োহুড়ির সৃষ্টি হয়। এ সময় ঠেলাঠেলিতে নারী-পুরুষসহ অন্তত ১০ জন আহত হন। আহতদের চন্দনাইশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে চন্দনাইশ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আবদুর রহমান বলেন, মন্ত্রী ত্রাণ বিতরণের জন্য মঞ্চে ওঠার পর অতিরিক্ত লোকজনের চাপে সেটি ভেঙে পড়ে। এতে মঞ্চে থাকা সবাই পড়ে গেলেও কেউ আহত হননি। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়। আহত হওয়ার বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন, মন্ত্রী চলে যাওয়ার পর ত্রাণ নিতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে আহত হওয়ার বিষয়টি আমার জানা নেই। তখন আমি ঘটনাস্থল থেকে চলে এসেছিলাম। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

**বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫ জেলার কৃষকদের ধানের বীজ-চারা দেওয়া হবে**

চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন্যাকবলিত পাঁচ জেলার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ধানের বীজ ও চারা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সেখানকার শতভাগ গবাদিপশুকে খুরা রোগের (এফএমডি) টিকার আওতায় আনা হবে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব তথ্য জানান কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। তিনি সেখানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, মৎস্যচাষি ও খামারিদের মধ্যে ধানবীজ, কৃষি উপকরণ ও গোখাদ্য বিতরণ এবং গবাদিপশুকে টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। মন্ত্রী বলেন, চলমান বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমন ধানের বীজতলা। বন্যার পানি দীর্ঘ সময় জমে থাকায় অনেক

বীজতলা নষ্ট হয়ে গেছে। এ কারণে ইউনিয়ন ও ব্লক পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা করে প্রয়োজনীয় ধানবীজ সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, যেসব কৃষকের বীজতলা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে, তাদের হাতে দ্রুত বীজ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আর যেসব এলাকায় এখনো পানি রয়েছে এবং নতুন করে বীজ বোনা সম্ভব নয়, সেখানে সরকারি উদ্যোগে বিকল্প জমিতে বীজতলা তৈরি করা হয়েছে। এসব বীজতলার চারা ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে প্রস্তুত হলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে, যাতে পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমনের চারা রোপণ করতে পারেন। গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, বন্যার পর খুরা রোগসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। তাই আজ থেকেই বন্যাকবলিত পাঁচ জেলায় বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশেষ দল কাজ করছে এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে শতভাগ গবাদিপশুকে এফএমডি টিকার আওতায় আনা হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## পারিবারিক কলহ থেকে হতাশা, ডেমরা পুলিশ লাইন্সে গলায় ফাঁস নিলেন কনস্টেবল

রাজধানীর ডেমরা পুলিশ লাইন্সের বহুতল এক ভবনে সাইদুল ইসলাম (২১) নামের এক পুলিশ কনস্টেবল গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শুক্রবার (১৭ জুলাই) ভোর পাঁচটার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সাইদুল ইসলামের চাচা মো. সোহাগ জানান, নয় মাস আগে পুলিশ কনস্টেবলের চাকরি পান সাইদুল। জানতে পেরেছি পারিবারিক কলহের জেরে তিনি হতাশায় ভুগছিলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ডেমরা পুলিশ লাইন্সের ২০ তলা ভবনের ৭ম তলায় নিজরুমে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় বিছানার চাদর পেঁচিয়ে ফাঁস দেন। তাৎক্ষণিক তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় এক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত সাইদুল ইসলাম ফেনী সদর উপজেলার লেমুয়া উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মো. সাদেকের ছেলে। তিনি পুলিশ কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মোহাম্মদ ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## চট্টগ্রাম বোর্ডের ৫ জেলায় এইচএসসি পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত

বন্যা পরিস্থিতির কারণে চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীন পাঁচ জেলার এইচএসসি ও সমমানের অবশিষ্ট সব পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দিনগত রাত ১২টার দিকে বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাম্প্রতিক বন্যা-পরবর্তী পরিস্থিতি বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সার্বিক অবস্থা, পরীক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সড়কের কারণে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতের সমস্যার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে চট্টগ্রাম বোর্ডের আওতাধীন এইচএসসি পরীক্ষা, মাদরাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষা এবং কারিগরি বোর্ডের এইচএসসি (বিএমটি), এইচএসসি (ভোকেশনাল) ও ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষার অবশিষ্ট সব বিষয় পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি পরে জানানো হবে। তবে অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের, চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীন পাঁচ জেলা ছাড়া অন্য সব জেলার পরীক্ষাও নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী চলবে। এর আগে বন্যা পরিস্থিতির কারণে চট্টগ্রাম বোর্ডের অধীন পাঁচ জেলার পরীক্ষা ১৬ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত ছিল। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা বৈশ্বিক পরিসরে তুলে ধরবে ইউএনএফপিএ

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) নির্বাহী পরিচালক ডিয়েনে কেইতা বাংলাদেশের জনমিতিক সহনশীলতা, নারীর ক্ষমতায়ন, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। এর পাশাপাশি তিনি আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) নিউইয়র্কে ইউএনএফপিএ সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বৈঠকে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (জিইডি) সদস্য ড. মনজুর হোসেন উপস্থিত ছিলেন। সরকারের তথ্য বিবরণী থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। বৈঠকে উপদেষ্টা রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচিগুলো তুলে ধরে বলেন, সরকার নারীকে কেন্দ্র করে জীবনচক্রভিত্তিক সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কাজ করছে। পাশাপাশি ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান, সুস্থ বার্ধক্য নিশ্চিতকরণ, নির্ভরযোগ্য জনমিতিক তথ্যব্যবস্থা এবং শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## জলবায়ু-সহনশীল নগর উন্নয়নে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করলো বাংলাদেশ

অন্তর্ভুক্তিমূলক, সাশ্রয়ী, জলবায়ু-সহনশীল ও টেকসই নগর গড়ে তোলার প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত নিউ আরবান এজেন্ডার মধ্যমেয়াদি পর্যালোচনা বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। শুক্রবার (১৭ জুলাই) সরকারি তথ্য বিবরণীতে এসব তথ্য জানা গেছে। পরিকল্পিত নগরায়ণ, সাশ্রয়ী আবাসন এবং সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ নগরায়ণকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জলবায়ু-সহনশীলতা জোরদারের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করে। প্রতিমন্ত্রী উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতির আওতায় সরকার সাশ্রয়ী আবাসনের সম্প্রসারণ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ এবং টেকসই নগর অবকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তিনি বলেন, এসব উদ্যোগ নিউ আরবান এজেন্ডা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-এর বাস্তবায়নকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে। আহম্মদ সোহেল মনজুর আরও বলেন, ভবিষ্যতমুখী নগর উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে সরকার সমন্বিত স্থানিক পরিকল্পনা, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা, উদ্ভাবনী নগর অর্থায়ন, সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং জলবায়ু-সহনশীল নগর অবকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে প্রতিমন্ত্রী টেকসই নগরায়ণ ত্বরান্বিত করতে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব জোরদার, প্রযুক্তি হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনী অর্থায়নের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, টেকসই নগর উন্নয়নের মাধ্যমে এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে কোনো মানুষ এবং কোনো অঞ্চল পিছিয়ে থাকবে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## ঢাকায় পুলিশের অভিযানে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৪০১, সবচেয়ে বেশি মিরপুরে

রাজধানীতে ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪০১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সময়ে ৫০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪০১ জনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির থানা পুলিশ। একই সময়ে ৫০টি মামলা হয়েছে। গ্রেফতারদের মধ্যে রমনা বিভাগ কর্তৃক ৪৪ জন, লালবাগ বিভাগ কর্তৃক ২৬ জন, ওয়ারী বিভাগ কর্তৃক ৪২ জন, মতিঝিল বিভাগ কর্তৃক ৪১ জন, তেজগাঁও বিভাগ কর্তৃক ৩১ জন, মিরপুর বিভাগ কর্তৃক ১১৯ জন, গুলশান বিভাগ কর্তৃক ৪৭ জন, উত্তরা বিভাগে ৩৮ জন ও গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## দ্বীনকে বিজয়ী করতে জামায়াতের জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে: মোবারক হোসাইন

ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করতে প্রতিটি ঘরে ঘরে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতের ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন। তিনি বলেছেন, দ্বীনকে বিজয়ী করতে হলে জামায়াতের সব স্তরে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের স্থানীয় একটি মিলনায়তনে শেরেবাংলা নগর থানা উত্তর জামায়াত আয়োজিত এক ষান্মাসিক রুকন সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। থানা আমির ও ২৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী আব্দুল আউয়াল আজমের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মঞ্জুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শেরেবাংলা নগর উত্তর থানা নায়েবে আমির শাহ আজিজুর রহমান তরুণ, বাইতুলমাল সম্পাদক হুমায়ুন কবির প্রমুখ। মোবারক হোসাইন বলেন, দ্বীনকে বিজয়ী করতে হলে জামায়াতের সব স্তরে জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে দাওয়াতি কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করতে হবে। প্রত্যেক ঘরে ঘরে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। তিনি আরও বলেন, নিজেদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী সৃষ্টিসহ জ্ঞান ও তাকওয়া বৃদ্ধির জন্য বেশি বেশি করে কোরআন, হাদিস ও ইসলামি সাহিত্য অধ্যয়ন করতে হবে। তাহলেই আগামী দিনে একটি ন্যায় ও ইনসাফের বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।তিনি সে স্বপ্নের সমাজ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

## সিআইডিকে দ্রুত তদন্ত শেষ করার তাগিদ ইবি উপাচার্যের

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থী সাজিদ আব্দুল্লাহ হত্যাকাণ্ডের এক বছর পেরিয়ে গেলেও মামলার তদন্তে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান। তিনি দ্রুত তদন্ত শেষ করে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে সিআইডির প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। এদিকে তদন্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন হলেও মামলার রহস্য উদ্ঘাটন না হওয়ায় বিচারহীনতার আশঙ্কা থেকে ক্ষোভ জানিয়েছেন সাজিদের পরিবার ও শিক্ষার্থীরা। তারা দ্রুত খুনিদের শনাক্ত করে বিচার নিশ্চিতের দাবি জানান। জানা যায়, গত বছরের ১৭ জুলাই বিকেল পৌনে ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আজিজুর রহমান হলের সামনের পুকুর থেকে সাজিদ আব্দুল্লাহর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ৩ আগস্ট ভিসেরা রিপোর্টে সাজিদকে শ্বাসরোধ করে হত্যার

বিষয়টি উঠে আসে। রিপোর্টে তার মৃত্যুর সময় ছিল পোস্টমর্টেমের অন্তত ৩০ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ ১৬ জুলাই দিনগত রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টায়। পরদিন ৪ আগস্ট সাজিদের বাবা আহসান হাবিবুল্লাহ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের আসামি করে ইবি থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে। পরে মামলাটি পরিবারের দাবির প্রেক্ষিতে ইবি থানার পুলিশ থেকে সিআইডিতে হস্তান্তর করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ রিহাব)

# রেডিও টুডে

## জুলাই সনদ নিয়ে বিরোধী দল জনগণকে বিভ্রান্ত করছে: ফখরুল

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জুলাই সনদ নিয়ে বিরোধী দল জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। তিনি বলেন, 'আমরা আজকে অনেকগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। আমাদের বিরোধী দল থেকে বলা হচ্ছে, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি সংসদে আদায় না হলে রাজপথের ফয়সালা হবে।' আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমেদের ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক স্মরণ সভায় তিনি এসব কথা বলেন। অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ রিসার্চ সেন্টার ও জাতীয় সাংবাদিক সমিতি যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠান শেষে অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদের রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী এ সময় গণভোট প্রসঙ্গে বলেন, 'যে গণভোটের কথা বলা হচ্ছে- সেই গণভোটের একটা অংশে তো আমাদের সঙ্গে কোনো আলোচনাই হয়নি। আমরা বারবার করে যে কথা বলতে চাচ্ছি— উচ্চকক্ষে আনুপাতিক হারে ভোটে যে প্রতিনিধিত্ব হবে সেই বিষয়টাতে আমরা কখনোই একমত হইনি এবং সে সময়ে এ নিয়ে জাতির সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে মর্মে আমি নিজেই বিবৃতি দিয়েছিলাম। সেই সংস্কার কমিশন, তারা যে কথাগুলো সেদিন যেভাবে নিয়ে এসেছেন, আমাদের সম্মতি ছাড়া তারা নিয়ে এসেছেন।তিনি বলেন, জুলাই সনদের বইটা যদি আপনারা পড়েন, সেখানে প্রতিটি জায়গায় বলা আছে, যে দল নির্বাচিত হবে তারা তাদের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী সেটাকে বাস্তবায়িত করবে। মির্জা ফখরুল আরও বলেন, 'আমরা বারবারই এই কথা বলে এসেছি এবং উই আর কমিটেড। আমরা ৩১ দফাতে যেমন কমিটেড, ঠিক তেমনিভাবে আমরা জুলাই সনদ বাস্তবায়নেও কমিটেড। কিন্তু সেটা আমরা যেভাবে চেয়েছি সেভাবে আমরা বলছি। এখানে বিরোধী দল সম্পূর্ণভাবে ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে, তারা বলেছে- আমরা জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে চাই না।' (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ আসাদ)

## শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ খতিয়ে দেখা হচ্ছে: জয়সোয়াল

বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ ভারত সরকার পরীক্ষা করে দেখছে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। ব্রিফিংয়ে এক সাংবাদিক জানতে চান, শেখ হাসিনা ও অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশ আবারও ভারতকে অনুরোধ করেছে বলে জানা যাচ্ছে। এ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে কোনো যোগাযোগ হয়েছে কি না। একই সঙ্গে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণার পর এ বিষয়ে নতুন কোনো অগ্রগতি হয়েছে কি না। জবাবে রণধীর জয়সোয়াল বলেন, 'আমরা প্রত্যর্পণের জন্য একটি অনুরোধ পেয়েছি। আগেও যেমন বলেছি, অনুরোধটি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট আইনগত ও বিচারিক প্রক্রিয়ার আলোকে অনুরোধটি বিবেচনা করা হবে।' ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ থেকে পাঠানো আরেকটি প্রত্যর্পণ-সংক্রান্ত অনুরোধ নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। এক সাংবাদিক বলেন, বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী, একজন অভিযুক্তকে প্রত্যর্পণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। ওই ব্যক্তি বর্তমানে ভারতীয় পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে একজন রাজনীতিককে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে কোনো যোগাযোগ হয়েছে কি না, জানতে চান তিনি। জবাবে রণধীর জয়সোয়াল বলেন, এ বিষয়ে তার কাছে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। তবে তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন, প্রত্যর্পণের যেকোনো অনুরোধ সংশ্লিষ্ট আইনগত বিধান ও বিচারিক প্রক্রিয়া অনুযায়ী বিবেচনা করা হয়। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ আসাদ)

## দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। বন্যাদুর্গত মানুষের সহায়তায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার দুপুরে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার ফাঁসিয়াখালী এলাকায় বন্যাদুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণকালে তিনি এসব কথা বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের যেসব এলাকা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেসব এলাকায় সরকারের পক্ষ থেকে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জরিপ শেষে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেড়িবাঁধসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর পুনর্বাসন এবং ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে তারা দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। তিনি আরও বলেন, বিএনপি জনগণের সরকার এবং সবসময় জনগণের পাশে থাকবে। বন্যাদুর্গত মানুষের সহায়তায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। ত্রাণ বিতরণ শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চকরিয়ার ছড়াকুল এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ, সড়ক ও বসতবাড়ি পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের দুর্ভোগের কথা শোনেন।

পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেন। এ সময় কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক আ. মান্নান, চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী শাহীন দেলোয়ারসহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ আসাদ)

## ছাত্র-জনতার বিজয় ১৭ বছরের ক্ষোভের ফল: সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

২৪ এর জুলাইয়ের ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কথা স্মরণ করে সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন এমপি বলেন, ১৬ জুলাই পার্শ্ববর্তী রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদের শাহাদাৎ বরণের মধ্যদিয়ে ১৭ বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তারই ধারাবাহিকতায় ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। যখনই কোনো দল দেশের স্বাধীনতা বা অর্জনকে নিজেদের কুক্ষিগত করতে চেয়েছে, তাদের কিন্তু পালিয়ে যেতে হয়েছে। শুক্রবার বিকালে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে গাছের চারা, গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজির বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। 'কৃষিই সমৃদ্ধি' এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর ৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্থানীয় কৃষক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঝে এই সব কৃষি উপকরণ বিনামূল্যে বিতরণের উদ্বোধন করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আরও বলেন, 'কোনো অবস্থাতেই মনে করি না যে, দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমরা যা বলব তাই হবে। এ দেশের মানুষ যা চায়, তাই হবে। দেশের মানুষের স্বার্থে আমরা সব দল একসাথে কাজ করব। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ আসাদ)

## ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করবে সরকার

বর্তমান সরকার ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। তিনি বলেন, সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির প্রয়োজন হয় না। ফলে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের জ্বালানি আমদানি কমবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে। গ্রামে মাসে ৭৫ ইউনিটের বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার হয় না। এ কারণে যারা মাসে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তাদের জন্য বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়নি। প্রান্তিক মানুষ যাতে কষ্ট না পান, সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন এবং বিভিন্ন ইউনিয়নে স্প্রে মেশিন, নলকূপ, সেলাই মেশিন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বেঞ্চ ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, প্রধানমন্ত্রী একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তুলতে কাজ করছেন। এ লক্ষ্যেই ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ডও দেওয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ আসাদ)

## পাহাড়ে অভিযানে ১৫ অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার সশস্ত্র গোষ্ঠীর প্রধান

কক্সবাজারের মহেশখালীর দুর্গম পাহাড়ে অভিযান চালিয়ে ১৫টি অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। এ সময় একটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর প্রধান হিসেবে পরিচিত ইমাম হোসেন ওরফে মিন্টু নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে উপজেলার হোয়ানক ইউনিয়নের কেরুনতলী এলাকার দুর্গম পাহাড়ে এ অভিযান চালানো হয়। বিকেলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অভিযানের তথ্য জানায় কোস্টগার্ড।কোস্টগার্ডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে, কেরুনতলীসংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় একটি সশস্ত্র গোষ্ঠী আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করছে এবং সেগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহের প্রস্তুতি চলছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে সকাল ছয়টার দিকে অভিযান শুরু করা হয়। অভিযানে শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ, বাহারছড়া, ইনানী, কক্সবাজার ও মহেশখালী স্টেশনের সদস্যরা অংশ নেন। এতে বলা হয়, অভিযানে ইমাম হোসেনের আস্তানায় তল্লাশি চালিয়ে ৫টি একনলা বন্দুক, ৯টি পিস্তল, ১টি বিদেশি পিস্তলের ম্যাগাজিন, ৩২টি গুলি, ৪টি খালি কার্তুজ, ১টি দেশীয় অস্ত্র, ৩ লিটার দেশীয় মদ এবং অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। একই সময় ইমাম হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।কোস্টগার্ডের দাবি, হোয়ানক এলাকার বাসিন্দা ইমাম হোসেন দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অস্ত্র তৈরি ও সরবরাহ, জলদস্যুতা, ডাকাতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তার বিরুদ্ধে হত্যা, ডাকাতি ও অস্ত্রসহ ১৫টি মামলা রয়েছে।কোস্টগার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে মহেশখালী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গোষ্ঠীটির অন্য সদস্যদের গ্রেপ্তারে গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল জোরদার করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ আসাদ)

## সমুদ্রবন্দরগুলোতে ৩ নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত বহাল

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলীয় এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি দুর্বল হয়ে বর্তমানে উত্তর উড়িষ্যা ও তৎসংলগ্ন বিহার এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এলাকায় লঘুচাপ হিসেবে অবস্থান করছে। এর প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে বায়ুচাপের তারতম্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সমুদ্রবন্দর, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে আবহাওয়া অধিদপ্তর চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে তিন নম্বর পুনঃ তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে। শুক্রবার জারি করা

আবহাওয়া সতর্কবার্তায় উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ আসাদ)

## দেশে টানা ৫ দিন ভারী বর্ষণের শঙ্কা

সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে টানা পাঁচদিন ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। সংস্থাটি জানিয়েছে, উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলীয় এলাকায় বিরাজমান সুস্পষ্ট লঘুচাপটি দুর্বল হয়ে লঘুচাপ আকারে বর্তমানে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ উত্তর উড়িষ্যা এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমি বায়ুর বর্ধিতাংশের অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, লঘুচাপের কেন্দ্রস্থল ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অবস্থান করছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় রয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১৭.০৭.২০২৬ আসাদ)

## আমরা চাই না ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জুলাই কোন হাতিয়ারে পরিণত হোক

বিরোধীদল ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জুলাইকে ব্যবহার করতে চায়। আমরা চাই না ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জুলাই কোন হাতিয়ারে পরিণত হোক— বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার (১৭ জুলাই) সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমেদ এর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি। জুলাই সনদ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, আমরা একসাথে জুলাই সনদ স্বাক্ষর করেছি। গণভোটের একটা অংশ নিয়ে আমাদের সাথে কোন আলোচনাই হয়নি। উচ্চকক্ষে আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে আমরা একমত হইনি। এবং সে সময় আমি বক্তব্য দিয়েছিলাম যে জাতির সাথে প্রতারণা করা হয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশন আমাদের কনসেন্ট ছাড়াই জুলাই সনদে সে কথাগুলো নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, আমরা বরাবর বলে এসেছি সংবিধান সংশোধন করতে চাই। আমরা সংবিধান সংস্কারের কথা কখনো বলি নাই। আমরা দেশে সংস্কার এনেছি। একদলীয় শাসন থেকে বহুদলীয় শাসনের বিষয়টি দেশে বিএনপি নিয়ে এসেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানকে পার্লামেন্টে সারারাত কাজ করে আমরা নিয়ে এসেছি। আজকে যখন সংস্কারের কথাগুলো বলা হয় জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই বলা হয় বলে আমি মনে করি। তিনি আরও বলেন, আমরা যখন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছি তখন আমরা চেষ্টা করেছি সকল শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবীদের এক কাতারে আনার জন্য। যেন তারা কথা বলেন। আল্লাহর কাছে অশেষ রহমত আমরা ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নতুন এক বাংলাদেশ পেয়েছি। এই সুযোগের পর আমরা স্বপ্ন দেখছি দেশে সত্যিকারের একটি গণতান্ত্রিক দেশ গড়ে তুলবো। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মানুষের কাছে ছুটে গিয়ে মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করে তার পিতার মতো মানুষকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করছেন। ফলে সবার আগে বাংলাদেশ স্লোগান নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন। জুলাই আন্দোলন শুধু জুলাই মাসের জন্যই নয়। দীর্ঘ সময় ধরে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জুলাইয়ে রূপ পেয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ এলিনা)

## বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়েছে : অর্থমন্ত্রী

অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রামে বন্যায় প্রায় সাত লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ইতোমধ্যে এক লাখ মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কাজও শুরু হয়েছে। শুক্রবার সকালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণকালে তিনি এসব কথা বলেন। অর্থমন্ত্রী বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে চাল, রান্না করা খাবার ও শুকনো খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়েছে; পুরোপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারি সহায়তা অব্যাহত থাকবে। বন্যার কারণে অনেক সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, এগুলো দ্রুত মেরামতের জন্য এরই মধ্যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং কিছু সড়কে কাজও শুরু হয়েছে। ত্রাণ বিতরণ শেষে অর্থমন্ত্রী পতেঙ্গা থেকে চন্দনাইশের উদ্দেশে রওনা দেন। পরে তিনি সাতকানিয়া, লোহাগড়া ও বাঁশখালীসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করবেন।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ এলিনা)

## এলডিসি উত্তরণে বাংলাদেশকে ইইউ ও জি৭৭-এর সমর্থন পুনর্ব্যক্ত

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে মসৃণ, টেকসই ও স্থায়ী উত্তরণ নিশ্চিতে বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং গ্রুপ অব সেভেনটি সেভেন অ্যান্ড চায়না (জি৭৭)। আজ (শুক্রবার) ঢাকায়

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে পৃথক দুটি বৈঠকে এই আশ্বাস দেওয়া হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সঙ্গে জাতিসংঘে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধিদলের প্রধান রাষ্ট্রদূত স্তাভরস লামব্রিনিদিস এবং জি৭৭ ও চীনের চেয়ার ও জাতিসংঘে উরুগুয়ের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত লরা দুপুই লাসেরের মধ্যে বৈঠকগুলো অনুষ্ঠিত হয়। সফরে বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী, ফুটওয়্যার, লেদারগুডস অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এলএফএমইএবি) সভাপতি সৈয়দ নাসিম মনজুর এবং বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান। বৈঠকে বাণিজ্যমন্ত্রী এলডিসি উত্তরণ প্রস্তুতিকাল তিন বছর বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের অনুরোধের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশ এখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও জ্বালানি সংকটের মধ্যে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে ব্যাপক কাঠামোগত সংস্কার সুসংহত করতে বাড়তি সময় প্রয়োজন। তিনি সুশাসন জোরদার, আর্থিক খাতের উন্নয়ন, অবকাঠামো সম্প্রসারণ, দেশীয় সম্পদ আহরণ বাড়ানো এবং বিনিয়োগবান্ধব ব্যবসায়িক পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাড়তি সময় পেলে সংস্কার আরও সুসংহত হবে, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা দূর হবে এবং শিল্প খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে। এতে বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ মসৃণ, টেকসই ও অপরিবর্তনীয় থাকবে। রাষ্ট্রদূত লামব্রিনিদিস সুশাসন ও টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকারের প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশ-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) নিয়ে আলোচনা শুরুর বিষয়টিকে স্বাগত জানান। পাশাপাশি বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণে ইইউর সহায়তা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। তিনি এই রূপান্তর কাজ সহজ করতে সরকারি-বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেন। রাষ্ট্রদূত লাসেরে এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতিকাল বাড়ানোর পক্ষে বাংলাদেশের যুক্তিকে শক্তিশালী বলে উল্লেখ করেন। তিনি সরকারের বাস্তবমুখী সংস্কার পরিকল্পনাকে স্বাগত জানান এবং এই বিষয়ে জি৭৭-এর সমর্থন অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন। তিনি বাংলাদেশের উত্তরণ কৌশল নিয়ে জি-৭৭ভুক্ত দেশগুলোর জন্য একটি পৃথক ব্রিফিংয়ের প্রস্তাব দেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। বৈঠক শেষে ইআরডি সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের সিদ্দিকী ইইউ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনাকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে বর্ণনা করেন। তিনি জানান, এলডিসি থেকে বাংলাদেশের মসৃণ, টেকসই ও অপরিবর্তনীয় উত্তরণে ইইউ তাদের সহায়তা অব্যাহত রাখার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ এলিনা)

## পুলিশ লাইনে কনস্টেবলের 'আত্মহত্যা', যে তথ্য দিল পরিবার

রাজধানীর ডেমরা পুলিশ লাইনে বহুতল ভবনের একটি কক্ষ থেকে সাইদুল ইসলাম (২১) নামে এক তরুণ পুলিশ কনস্টেবলের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (১৭ জুলাই) ভোর ৫টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত সাইদুল ইসলাম ফেনী সদর উপজেলার লেমুয়া উত্তর চাঁদপুর গ্রামের মো. সাদেকের ছেলে। তার পুলিশ বিপি নম্বর: ০৭২৬২৬৬৪৬৫। তিনি ডেমরা পুলিশ লাইনের ২০ তলা ভবনের নবম তলার একটি কক্ষে থাকতেন। মাত্র ৯ মাস আগে তিনি পুলিশ কনস্টেবল পদে চাকরিতে যোগদান করেছিলেন। হাসপাতালে নিয়ে আসা তার চাচা মো. সোহাগ জানান, পারিবারিক কলহের জেরে সাইদুল কিছুদিন ধরে চরম বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন। গতরাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে ডেমরা পুলিশ লাইনের ওই ভবনের সপ্তম তলায় নিজের রুমে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে বিছানার চাদর পেঁচিয়ে ফাঁস দেন। পরে তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তার মৃত্যু হয় বলে চিকিৎসকরা জানান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক চিকিৎসকের বরাত দিয়ে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করা হয়েছে এবং পুলিশ এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ এলিনা)

## নৌবাহিনী প্রধান হলেন খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম

নতুন নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ উল আজীম। তিনি আগামী ২৩ জুলাই ভাইস অ্যাডমিরাল পদে পদোন্নতি লাভ করবেন এবং একইদিন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। আইএসপিআর জানায়, রিয়ার অ্যাডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ উল আজীমকে নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি ২৩ জুলাই ভাইস অ্যাডমিরাল পদে পদোন্নতি পাবেন এবং নৌবাহিনী প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এদিকে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব এম জে আরিফ বেগ স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, রিয়ার অ্যাডমিরাল খোন্দকার মিসবাহ উল আজীমকে ২০২৯ সালের ২২ জুলাই পর্যন্ত মোট তিন বছরের জন্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ এলিনা)

**বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধিতে চীনের ভূমিকা শক্তিশালী হবে**

উদ্ভাবন-নির্ভর প্রবৃদ্ধি ও বাজারের অংশগ্রহণকারীদের দৃঢ় সক্ষমতার কারণে ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধেও চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন দেশটির সরকারি কর্মকর্তা ও অর্থনীতিবিদরা। মঙ্গলবার এক আয়োজনে তারা বলেন, এর ফলে বৈশ্বিক চাহিদার অন্যতম উৎস এবং আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিশীলতা রক্ষাকারী হিসেবে চীনের ভূমিকা আরও শক্তিশালী হবে। চীনের শুল্ক প্রশাসনের (জিএসি) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বছরের প্রথমার্ধে দেশটির পণ্যবাণিজ্য আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬ দশমিক ৯ শতাংশ বেড়ে ২৫ দশমিক ৪৭ ট্রিলিয়ন ইউয়ানে পৌঁছেছে। এ সময় রপ্তানির তুলনায় আমদানির প্রবৃদ্ধি বেশি ছিল। রপ্তানি ১৩ দশমিক ৪ শতাংশ এবং আমদানি ২২ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা রপ্তানি প্রবৃদ্ধির চেয়ে ৮ দশমিক ৭ শতাংশ পয়েন্ট বেশি। বেইজিংয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে জিএসির উপমন্ত্রী ওয়াং চুন বলেন, বছরের দ্বিতীয়ার্ধে চীনের বৈদেশিক বাণিজ্য কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। তবে উদ্ভাবনী পণ্য এবং উচ্চমানের উন্মুক্তকরণ নীতি দেশটির বৈদেশিক বাণিজ্যের শক্তিশালী ভিত্তিকে সমর্থন জোগাতে থাকবে। ওয়াং চুন আরও বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত স্মার্ট চশমা, অনুবাদ যন্ত্র এবং রোবোটিক এক্সোস্কেলেটনের মতো বুদ্ধিমান পণ্যে চীন দ্রুত উদ্ভাবন করছে এবং এ ধরনের পণ্যের পরিসর ক্রমাগত বাড়ছে। বেইজিং-ভিত্তিক স্টেট ইনফরমেশন সেন্টারের অর্থনৈতিক পূর্বাভাস বিভাগের গবেষক ইয়ান মিন বলেন, চীনের স্থিতিশীল বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। এটি অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার পাশাপাশি আমদানির মাধ্যমে বৈশ্বিক চাহিদা এবং প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানির মাধ্যমে বৈশ্বিক শিল্প উৎপাদনকে সমর্থন করছে। চায়না মিনশেং ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ওয়েন পিন বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক বিনিয়োগচক্র, যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলকভাবে সংযত শুল্কনীতি এবং চীনা উৎপাদনকারীদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে গৃহীত বিভিন্ন সহায়ক পদক্ষেপের কারণে বছরের দ্বিতীয়ার্ধেও চীনের রপ্তানি শক্তিশালী থাকবে। শুল্ক প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, বছরের প্রথমার্ধে চীনে বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ১৭ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ৭ দশমিক ৩৯ ট্রিলিয়ন ইউয়ানে পৌঁছেছে। এর মাধ্যমে টানা নবম প্রান্তিকেও প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ এলিনা)

**সংস্কার বাস্তবায়ন না হলে বিএনপি সরকারের পতন হবে ইনশাআল্লাহ : নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী**

সংস্কার বাস্তবায়ন না হলে বিএনপি সরকারের পতন হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মূখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। তিনি বলেন, বিএনপি এখন বলছে তারা সংস্কার বাস্তবায়ন করবে না। যদি বিএনপি সংস্কার বাস্তবায়ন না করে এই বিএনপি সরকারের পতন বাংলাদেশে ইনশআল্লাহ হবে। সেই প্রত্যয় নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি। 'দেশ গড়তে জুলাই জাগরণ' এই শ্লোগানে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলা শাখার আয়োজনে (১৬ জুলাই) উপজেলা সদরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে এক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন। নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ইনশআল্লাহ আমরা বাংলাদেশে সংস্কার বাস্তবায়ন করবো। বিচার বাস্তবায়ন করবো। টেন্ডারবাজি বন্ধ করবো, সন্ত্রাস বন্ধ করবো, চাঁদাবাজি বন্ধ করবো, দখল বানিজ্য বন্ধ করবো, মাদক বন্ধ করবো, শিক্ষা বানিজ্য বন্ধ করবো, চিকিৎসা বানিজ্য বন্ধ করবো, আমাদের শহীদ আবু সাঈদের যে স্বপ্নের বাংলাদেশ, সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ ইনশআল্লাহ আমরা প্রতিষ্ঠা করবো। এই বার্তা নিয়ে আমরা আপনাদের কাছে এসেছি। আপনারা আবার রাজপথে নামবেন, আবার জুলাই হবে। অনেকে বলেন এক জুলাই তোমরা কয় জুলাই বাইনবা। তিনি বিএনপিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ১৭ বছর অপেক্ষা করেছ, একটা বালু ট্রাক সড়াতে পারো নাই। আমরা যদি গণঅভ্যুত্থান না করতাম বিএনপি লক্ষ লক্ষ নেতাকর্মী এখনও জেলে থাকতো। এনসিপির উপজেলা শাখার সভাপতি শফিজল ইসলামের সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, কেন্দ্রীয় কমিটির সংগঠক নাজমুল হাসান সোহাগ, কেন্দ্রীয় নেত্রী সুমাইয়া ফারজানা দিনা, গাইবান্ধা জেলা কমিটির আহ্বায়ক এস এম খাদেমুল ইসলাম খুদি। এ সভায় এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম আগামী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে গাইবান্ধা জেলা কমিটির আহ্বায়ক এস এম খাদেমুল ইসলাম খুদিকে সাদুল্লাপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসাবে পরিচয় করে দেন।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১৭.০৭.২০২৬ এলিনা)

## বিবিসি

**হরমুজ প্রণালি; বিকল্প কোনো রুট কি উপসাগরীয় তেল ও গ্যাসের সরবরাহ সচল রাখতে পারবে?**

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা বৃদ্ধির পর বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপরিবহণ পথ হরমুজ প্রণালি আবারও বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। স্থায়ীভাবে সংঘাত অবসানের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে একটি অন্তর্বর্তী চুক্তি সইয়ের মাত্র এক মাস পরই দুই দেশ আবারও একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা শুরু করেছে। নতুন করে উত্তেজনা বাড়ায় তেলের দাম আবার বাড়তে শুরু করেছে। যদি হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাহলে উপসাগরীয় রপ্তানিকারকরা তাদের তেল ও গ্যাস বাজারে পৌঁছাতে কি বিকল্প রুট ব্যবহার করতে

পারবেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে, তবে বর্তমানে এর কোনোটিই এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথের পূর্ণাঙ্গ বিকল্প হতে পারবে না।

**হরমুজ কেন গুরুত্বপূর্ণ**

ইরান ও ওমানের মাঝখানে অবস্থিত হরমুজ প্রণালি এখনো উপসাগরীয় অঞ্চলে উৎপাদিত তেল ও গ্যাসের বড় অংশের প্রধান রপ্তানি পথ। এর কারণ এই রুটের ব্যাপক সক্ষমতা, নমনীয়তা এবং ব্যয়-সাশ্রয়ী বৈশিষ্ট্য। পাইপলাইন নেটওয়ার্কে যেখানে অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে বড়ো বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়, সেই তুলনায় ট্যাংকারের মাধ্যমে কম খরচে বেশি পরিমাণ পণ্য পরিবহন করা যায়। আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা (আইইএ)-এর তথ্য অনুযায়ী, প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি ব্যারেল তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য এই প্রণালি অতিক্রম করে, যা বৈশ্বিক সমুদ্রপথে তেল বাণিজ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এই চালানের প্রায় ৮০ শতাংশের গন্তব্য এশিয়া। বিশ্বের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) রপ্তানির প্রায় এক-পঞ্চমাংশও এই জলপথ দিয়ে পরিবহন করা হয়। এলএনজির ক্ষেত্রে হরমুজের ওপর নির্ভরতা আরও বেশি। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এলএনজি রপ্তানিকারক কাতার আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছাতে এই রুটের ওপর নির্ভরশীল এবং বর্তমানে তাদের এলএনজি রপ্তানির জন্য বড়ো আকারের কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নেই।

**বিদ্যমান বিকল্প পথ**

"হরমুজ প্রণালিকে এড়িয়ে যাওয়া প্রধান পাইপলাইন" শিরোনামের আরব উপদ্বীপের মানচিত্র। এতে হরমুজ প্রণালিকে এড়িয়ে যাওয়া প্রধান তেল পাইপলাইনগুলো দেখানো হয়েছে। মানচিত্রে সৌদি আরবের ইস্ট-ওয়েস্ট পাইপলাইন, যা দেশটির ওপর দিয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত গেছে, এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের হাবশান-ফুজাইরাহ পাইপলাইন, যা ওমান উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত, প্রদর্শিত হয়েছে। মানচিত্রে হরমুজ প্রণালি, লোহিত সাগর, বাব আল-মান্দেব প্রণালি, ভারত মহাসাগর ও সুয়েজ খালও চিহ্নিত রয়েছে। প্রদর্শিত দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও ইয়েমেন। হরমুজ প্রণালি ইরানকে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারের সুযোগ দেয় বলে উপসাগরীয় উৎপাদকরা দীর্ঘদিন ধরে এমন অবকাঠামোয় বিনিয়োগ করছে, যার মাধ্যমে এই জলপথ ব্যবহার না করেও তেল পরিবহন করা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হচ্ছে সৌদি আরবের ইস্ট-ওয়েস্ট বা পূর্ব-পশ্চিম পাইপলাইন, যা পেট্রোলাইন নামে পরিচিত। এক হাজার ২০০ কিলোমিটার (৭৫০ মাইল) দীর্ঘ এই নেটওয়ার্ক দেশটির পূর্বাঞ্চলের তেলক্ষেত্রকে লোহিত সাগরের ইয়ানবু রপ্তানি টার্মিনালের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ১৯৮০-এর দশকে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় এটি নির্মিত হয়, যখন উভয় দেশ উপসাগরে তেলবাহী ট্যাংকার ও অন্যান্য বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালাত। ২০১৯ সালে জরুরি ব্যবহারের জন্য পাইপলাইনটির সক্ষমতা দৈনিক ৭০ লাখ ব্যারেলে উন্নীত করা হয়। সংযুক্ত আরব আমিরাতও ৪০৬ কিলোমিটার (২৫২ মাইল) দীর্ঘ আবুধাবি ক্রুড অয়েল পাইপলাইন (এডকপ)-এর মাধ্যমে নিজস্ব বিকল্প রুট তৈরি করেছে। এটি আবুধাবির হাবশান তেলক্ষেত্রকে ওমান উপসাগরের ফুজাইরাহ বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করেছে, ফলে রপ্তানি পুরোপুরি হরমুজ প্রণালি এড়িয়ে যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে ফাইন্যানশিয়াল টাইমস বলছে, দুবাইভিত্তিক বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ড ফুজাইরাহতে একটি নতুন বহুমুখী বন্দর এবং বিদ্যমান বন্দরে নতুন টার্মিনাল নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা করছে। এই প্রকল্পগুলোর লক্ষ্য দুবাইয়ের প্রধান কেন্দ্র জেবেল আলির ওপর নির্ভরতা কমানো এবং হরমুজ প্রণালির বাইরে নৌপথে প্রবেশাধিকার বাড়ানো। তবে এক্ষেত্রে প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে সক্ষমতা। বিকল্প ব্যবস্থা থাকলেও আইইএ-এর হিসাব অনুযায়ী এগুলো দৈনিক মাত্র ৩৫ লাখ থেকে ৫৫ লাখ ব্যারেল তেল অন্যদিকে সরিয়ে নিতে পারে, যা সাধারণত হরমুজ প্রণালি দিয়ে যাওয়া দৈনিক প্রায় দুই কোটি ব্যারেলের তুলনায় অনেক কম। কিংস কলেজ লন্ডনের আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডেভিড বি. রবার্টস সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "এটিও এখনো যথেষ্ট নয়"। যে-সব ক্ষেত্রে বিকল্প পথ রয়েছে, সেখানেও বাস্তব সীমাবদ্ধতা এর কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। রবার্টসের মতে, ইয়ানবুর লোডিং টার্মিনালগুলো কখনও "এত দ্রুত এত বেশি তেল" পরিচালনার জন্য নকশা করা হয়নি। দুই রুটই হামলার শিকার হয়েছে। মার্চ মাসে ইরানের বিরুদ্ধে ফুজাইরাহর স্থাপনায় হামলার অভিযোগ তোলে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যে হামলার ফলে সংরক্ষণ ট্যাংকে আগুন লেগে যায় এবং লোডিং কার্যক্রম স্থগিত করতে হয়।

এপ্রিল মাসে পেট্রোলাইনের একটি পাম্পিং স্টেশনে একই ধরনের হামলায় দৈনিক সাত লাখ ব্যারেল পরিবহণ বন্ধ হয়ে যায়। যদিও পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সৌদি আরামকো তিনদিনের মধ্যে পাইপলাইনটি পূর্ণ সক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে। ইরানও হরমুজ এড়িয়ে যাওয়ার নিজস্ব রুট তৈরি করেছে। উপসাগরের মাথায় অবস্থিত গোরেহ থেকে ওমান উপসাগরের জাস্ক রপ্তানি টার্মিনাল পর্যন্ত এক হাজার কিলোমিটার (৬২০ মাইল) দীর্ঘ একটি পাইপলাইন নির্মাণ করেছে। দৈনিক সর্বোচ্চ ১০ লাখ ব্যারেল পরিবহনের জন্য পরিকল্পিত এই পাইপলাইন ইরানি তেলকে হরমুজ প্রণালি ছাড়াই আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছানোর সুযোগ দেয়। তবে বাস্তবে নিষেধাজ্ঞা এবং অসম্পূর্ণ টার্মিনাল অবকাঠামোর কারণে এর ব্যবহার পরিকল্পিত সক্ষমতার অনেক নিচে রয়েছে।

**ভবিষ্যৎ রপ্তানি রুট**

হরমুজ প্রণালির ওপর নির্ভরতা কমাতে নতুন রপ্তানি রুটও বিবেচনা করা হচ্ছে। এর একটি হলো ৬০০ মাইল (৯৭০ কিলোমিটার) দীর্ঘ কিরকুক-জেইহান পাইপলাইন, যা উত্তর ইরাকের কিরকুক অঞ্চল থেকে তুরস্কের ভূ-মধ্যসাগরীয়

বন্দর চেইহানে তেল পরিবহণ করে। দুই বছর ছয় মাস বন্ধ থাকার পর ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাইপলাইনটি পুনরায় চালু হয়। ২০২৬ সালের মার্চ নাগাদ এর পরিবহণ দৈনিক প্রায় আড়াই লাখ ব্যারেলে পৌঁছায়, যা ইরাককে একটি বিকল্প রপ্তানি পথ দেয়, যদিও দেশের মোট রপ্তানির তুলনায় এটি এখনো কম। ইরাক প্রতিদিন প্রায় ৩৪ লাখ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল রপ্তানি করে, যার প্রায় ৯৫ শতাংশ দক্ষিণাঞ্চলের বসরা বন্দর দিয়ে হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করে যায়। আরেকটি সম্ভাবনা হলো কিরকুক-বানিয়াস পাইপলাইন পুনরুজ্জীবিত করা, যা ইরাকি তেলকে উপসাগর এড়িয়ে সিরিয়ার ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে পৌঁছাতে সক্ষম করবে। প্রায় ৫০০ মাইল (৮০০ কিলোমিটার) দীর্ঘ এই পাইপলাইন নির্মাণ ১৯৫২ সালে সম্পন্ন হয়েছিল, কিন্তু ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় তা বন্ধ হয়ে যায়। সাম্প্রতিক গণমাধ্যম প্রতিবেদনে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে আঞ্চলিক রপ্তানি পথ বৈচিত্র্যময় করার বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইরাক, সিরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এটি পুনর্নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা করেছে। আরও উচ্চাভিলাষী প্রস্তাবগুলোর মধ্যে একটি হলো ফোর সিজ প্রজেক্ট, যা সিরিয়া ও তুরস্কের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণ সাগর, কাস্পিয়ান সাগর ও আরব উপসাগরকে যুক্ত করার জন্য প্রস্তাবিত পরিবহন ও জ্বালানি নেটওয়ার্ক। ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে তুরস্কের জ্বালানিমন্ত্রী আলপারস্লান বায়রাকতার আরব উপদ্বীপ হয়ে কাতার ও তুরস্ককে সংযুক্ত করার জন্য ২০০৯ সালে প্রস্তাবিত গ্যাস পাইপলাইনের পুনরুজ্জীবিত করার কথা বলেন, যা বৃহত্তর ওই উদ্যোগের অংশ হতে পারে। প্রস্তাবটি দীর্ঘদিন স্থগিত ছিল। এ ছাড়া বসরা-আকাবা পাইপলাইনের দাবিও আবার জোরালো হয়েছে। ১৯৮৩ সালে প্রথম প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল ইরাকি তেলকে জর্ডানের লোহিত সাগরীয় বন্দর আকাবায় পৌঁছে দেওয়া। তবে রাজনৈতিক বিরোধ ও অর্থায়ন-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ বারবার এর উন্নয়ন বিলম্বিত করেছে। সমর্থকদের মতে, এসব উদ্যোগ উপসাগরীয় অঞ্চলের বিঘ্নের ঝুঁকি কমাবে এবং বৈশ্বিক জ্বালানি প্রবাহের ওপর ইরানের প্রভাবও হ্রাস করবে। তবে সিঙ্গাপুরের এস. রাজরত্নম স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক হুজেইর ইজেকিয়েল জুলহিশাম সাম্প্রতিক এক গবেষণাপত্রে সতর্ক করেছেন যে এসব প্রকল্প নতুন ধরনের নির্ভরতা তৈরি করতে পারে। তিনি লিখেছেন, "এই রুটগুলো এমন রাষ্ট্রগুলোর হাতে জ্বালানি বাণিজ্যের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ দেবে, যারা নিজেরা জ্বালানি উৎপাদক নয় কিন্তু ট্রানজিট রাষ্ট্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।" তার মতে, এর ফলে তুরস্কের মতো দেশগুলো আরও বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারে। নিরাপত্তাও একটি বড়ো বাধা হয়ে রয়ে গেছে। জুলহিশামের মতে, ইরাক বা সিরিয়া অতিক্রমকারী যেকোনো রুট আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা, সশস্ত্র গোষ্ঠী এবং জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর হামলার ঝুঁকির মুখে থাকবে।

উপসাগরীয় রপ্তানিকারকরা হরমুজ প্রণালির ওপর নির্ভরতা কমালেও ওই অঞ্চলে জ্বালানি পরিবহণের বিকল্প পথগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এর একটি উদাহরণ হলো মিশরের সুমেদ পাইপলাইন, যা লোহিত সাগরকে ভূ-মধ্যসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং সুয়েজ খাল এড়িয়ে ইউরোপে পৌঁছানোর একটি পথ তৈরি করেছে। এই পাইপলাইন প্রতিদিন ২৫ লাখ থেকে ২৮ লাখ ব্যারেল তেল পরিবহণ করতে পারে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে লোহিত সাগর ও বাব আল-মান্দেব প্রণালিতে হুথিদের বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা বৃহত্তর সুয়েজ করিডরের দুর্বলতা তুলে ধরেছে। সংঘাত শুরুর পর সুমেদ পাইপলাইনে তেলের প্রবাহ বেড়েছে, কিন্তু এর তুলনামূলক সীমিত সক্ষমতা এখনো "ইউরোপীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা"- রবার্টসের ভাষ্য। বুধবার ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ডস জানায়, যুক্তরাষ্ট্র তাদের "আগ্রাসী কর্মকাণ্ড" বন্ধ না করা পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকবে। তারা অঞ্চলজুড়ে অন্যান্য তেল ও গ্যাস রপ্তানি পথেও বিঘ্ন ঘটানোর হুমকি দিয়েছে।

**হরমুজের ওপর নির্ভরতা কমবে?**

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট (রুসি)-এর মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ ড. এইচ. এ. হেলিয়ার বলেন, উপসাগরীয় দেশগুলো ক্রমশ হরমুজের ওপর তাদের নির্ভরতা কমাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। "উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলো ভবিষ্যতে হরমুজ প্রণালির ঝুঁকির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা যতটা সম্ভব কমানোর চেষ্টা করবে।" হেলিয়ারের ধারণা, অতীতের মতো আর হরমুজের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা সম্ভব নয় বলে আঞ্চলিক সরকারগুলো বিকল্প রপ্তানি রুট উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাবে। তবে তিনি মনে করেন না যে, এসব বিকল্প একেবারে হরমুজের জায়গা নিয়ে নেবে। "একটি রুটের জায়গায় আরেকটি রুটের সরল প্রতিস্থাপন হবে না।" তবুও হেলিয়ারের বিশ্বাস, দেশগুলো যখনই সম্ভব বিকল্প পথ বেছে নিয়ে কোনো একক আঞ্চলিক শক্তির ওপর নির্ভরতা কমাতে চাইবে, তখন হরমুজ প্রণালি "অত বেশি মূল্যবান নয়, বরং অনেক কম মূল্যবান" হয়ে উঠবে। "অঞ্চলটি ইসরায়েলের প্রাধান্য চায় না, তবে ইরানের আধিপত্যেও আগ্রহী নয়।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৭.০৭.২০২৬ নারগীস)

# BBC

## US LAUNCHES NEW STRIKES AS IRAN SAYS CIVILIAN INFRASTRUCTURE HIT

The US launched a wave of strikes against Iran for the sixth night in a row, its military said, as the two sides battled over control of the Strait of Hormuz. US Central Command (Centcom) said the attacks were intended to "further degrade Iranian military capabilities", before saying it had boarded a vessel as part of its blockade of Iranian ports. State media and provincial authorities reported that the US had hit civilian infrastructure, including bridges, a train station and an airport. BBC Verify confirmed an attack on one bridge to the

west of Bandar Abbas in Hormozgan province. Iran's Revolutionary Guard Corps (IRGC) says it has retaliated by striking US maritime surveillance radar sites in Oman as well as targets in Kuwait and Bahrain. It also claims to have attacked a US special operations command centre in Syria. (BBC News Web Page: 17/07/26, FARUK)

**TRUMP ALLEGES CHINA MEDDLED IN 2020 ELECTION AND QUESTIONS VOTING SECURITY AHEAD OF MIDTERMS**

US President Donald Trump has delivered a primetime address in which he accused China of interfering in the 2020 election and alleged "shocking vulnerabilities" in American voting systems. Trump, who spoke from the White House on Thursday, has repeatedly made unsubstantiated claims about voter fraud and foreign meddling in the 2020 election, which he lost to Joe Biden. In the half-hour speech, delivered three months before the midterm elections, he said he had declassified hundreds of intelligence files which supported his claims that Beijing had tried to sway the election in Biden's favour. The US intelligence community has previously concluded China did not interfere in the 2020 election. In response to his speech, China's foreign ministry strongly denied the allegations of Chinese meddling in the 2020 presidential election, saying they were "entirely fabricated". Trump's claims are "malicious smears" which have "long been proven to be groundless", foreign ministry spokesman Lin Jian said. (BBC News Web Page: 17/07/26, FARUK)

**MORE THAN 500 ROHINGYA VANISHED AT SEA - WHAT HAPPENED?**

Two boats carrying an estimated 530 Rohingya asylum seekers left Myanmar's Rakhine state on 29 June, and have not been heard from since. The equivalent of a jumbo jet full of people has vanished. It is very likely that they both capsized. The monsoon has started, the season are rough, and the boats - unusually old fishing trawlers converted to carry as many people as possible - are barely sea-worthy with unreliable engines. It is also very likely that there were few, or no survivors. Half of them may have been women and children. Rakhine has been in a state of war for many years, with the insurgent Arakan Army driving the Myanmar military out of most of it and besieging its last stronghold in the state capital Sitter, which is now accessible only by air and sea. Almost all telecommunications have been cut by the military. Chris Lewa, who runs the Arakan Project that campaigns to improve the situation of Rohingya, has been trying to piece together what may have happened to the two boats. This is extremely challenging. She no longer has contacts she can reach in Sittwe, or in Sin Tet Maw, the Arakan Army-controlled village from where the boats departed. But through a series of other contacts, combined with other snippets of information, she is confident that both boats did leave on 29 June, one in the morning, the other later in the day. She says they would have been heading for the southern coast of Myanmar, where they would unload their human cargo. From there they would be transported by road, via rough transit camps in the forest, through Thailand to the Malaysian border. The Bangladesh authorities have recovered the body of one woman, washed up from the sea. Fishermen working the sea between the Irrawaddy delta and the coast of Mon state found several other bodies none days later. Chris Lewa believes all this suggests that the boats capsized, one several hours after leaving Sin Tet Maw, the other after several days of sailing south east. There are more than a million Rohingyas living in over-crowded camps in southern Bangladesh, where aid is drying up, there are almost no jobs, and organized crime gangs operate freely. They are not allowed to leave. (BBC News Web Page: 17/07/26, FARUK)

**SCHOOL BUS CRASH KILLS AT LEAST 20 PUPILS IN UGANDA**

At least 20 students and one adult have been killed after a bus carrying pupils on a study trip crashed in eastern Uganda, local officials say, in one of the country's deadliest road accidents involving children in recent years. Dozens of others, including staff, were injured in the crash in Kapchorwa district on Thursday evening. Preliminary investigations suggest the bus had a mechanical fault before the driver lost control on Chekwatit Hill, a stretch of road that has been the site of several serious crashes, according to local officials. As a result of the accident, all school educational trips have been cancelled until an investigation is complete, a state-run outlet is reporting. The bus carrying pupils from King David Junior School in Ndejje, crashed at about 20:00 local time at Chekwatit village. (BBC News Web Page: 17/07/26, FARUK)

**CHINA HITS OUT AT BRITISH STEEL NATIONALIZATION**

China has hit out at the nationalization of British Steel, saying it "firmly opposes and is strongly dissatisfied with the British government's decision". On Thursday, the UK government said that taking the loss-making firm into public hands would protect jobs and safeguard a "vital national capability". The UK took control of British Steel's operations in Scunthorpe last year, though it was still owned by China's Jingye Group, limiting the government's ability to steer its future. China's commerce ministry said on Friday that the moves "seriously infringed upon Jingye's legitimate rights and interests and severely undermined the confidence of Chinese companies investing in the UK". It also called on Britain to "faithful fulfil" its obligations under the China-UK Bilateral Investment Treaty. (BBC News Web Page: 17/07/26, FARUK)

**INDIAN ACTIVIST ON FAST FOR 20 DAYS REFUSES TO END HUNGER STRIKE**

Indian activist and educationist Sonam Wangchuk has refused to end his indefinite hunger strike despite growing calls for him to do so. The 59-year-old has been on a fast for the past 20 days, consuming nothing but salt and water, and has lost more than 9kh. The activist has been protesting in support of an online satirical movement called the Cockroach Janta Party (CJP) who are seeking educational reforms. On Friday, the official X account of CJP shared a short video of Wangchuk speaking to the crowds gathered in front of the dais on which he has been sitting in protest. Wangchuk looked noticeably frail and even though he spoke into a mic, his voice sounded feeble. He urged the crowd to participate in a protest March that has been organized by the CJP on Monday. (BBC News Web Page: 17/07/26, FARUK)

**US SEEKS EXTRADITION OF WEALTHY PRO-PALESTINE DONOR FROM SPAIN**

The United States is seeking the extradition of James "Fergie" Chambers from Spain, having accused the wealthy donor to Palestinian and other causes of financing "terrorism". Authorities in Ibiza detained Chambers last Friday on an international arrest warrant, after the US alleged he has provided material support to Hamas, the Palestinian group that governs Gaza but is designated a "terror organization" by Washington. The arrest and extradition request has raised concern that the Trump administration is extending its crackdown on Palestine solidarity beyond US borders. Chambers is currently imprisoned in Madrid. Spain's High Court has 40 days to rule on the extradition request, with the final say resting with the Council of Ministers. (BBC News Web Page: 17/07/26, FARUK)

**UN URGES PROBE INTO DEATHS IN PAKISTAN-ADMINISTERED KASHMIR UNREST**

The United Nations human rights chief has called for an independent investigation into deadly unrest in Pakistan-administered Kashmir. On Friday, the UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, urged Islamabad to launch "prompt, thorough and impartial investigations" into all civilian and security forces deaths. At least 31 people have been killed in clashes since last month, in the run-up to regional elections at the end of this month. The unrest has involved the Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee (JAAC), an umbrella group of traders and activists. (BBC News Web Page: 17/07/26, FARUK)

::THE END::